

# যেভাবে স্ত্রীর হৃদয় জয় করবেন

মূল

শাইখ ইবরাহিম ইবনু সালিহ আল মাহমুদ

ভাষান্তর

কায়সার আহমাদ

শরঈ সম্পাদনা

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

ইসলামী আইন ও গবেষণা অনুষদ,

জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

মুদাররিস- জামিয়া আরাবিয়া কাসেমুল উলুম, মীরহাজিরবাগ, ঢাকা।

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

## অর্পণ

আমার ভবিষ্যত জীবন-সঙ্গিনী'র উদ্দেশ্যে...  
যার আগমনে আমার দ্বীনের পূর্ণতা পাবে,  
যার আগমনে ফিতনাময় দুনিয়ায় জান্নাতের পথে চলা সহজ হবে।

-কায়সার আহমাদ

## সূচিপত্র

ভূমিকা .....	৯
নারীর প্রতি স্নেহশীল এবং অমায়িক আচরণ .....	১৫
স্ত্রীর অধিকার .....	১৮
স্ত্রীর অন্যান্য অধিকার .....	২০
স্বামী-স্ত্রীর যৌথ অধিকার .....	২৪
জীবনসঙ্গিনীর প্রতি স্নেহশীল ও সহানুভূতিশীল আচরণ .....	২৫
পাপের ছড়াছড়ি .....	২৭
দাম্পত্যজীবনে সমস্যার আরো কিছু কারণ .....	২৯
একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাতওয়া .....	৩০
আদর্শ জীবনসঙ্গী .....	৩১
কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন .....	৩৩
স্বামীরা তালাকের হুমকি দেয়!! .....	৩৯
স্ত্রী তাকে ছেড়ে না যাওয়ার জন্য স্বামীকে মিনতি করছে! .....	৪০
স্বামীদের প্রতি আমার আরব্য .....	৪১
পরিণাম .....	৪২
উত্তমের জন্য উত্তম ব্যতীত কি পুরস্কার থাকতে পারে? .....	৪৩
প্রকাশকের পক্ষ থেকে একটি বার্তা .....	৪৪
সালাফদের কিছু শিক্ষণীয় গল্প .....	৪৫
সাহাবাগণ আল্লাহকে যেমন ভয় পেতেন .....	৬১
সালাফদের মাঝে তাকওয়া চর্চা .....	৬৯
তাকওয়াবানদের বৈশিষ্ট্য .....	৭৩
আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু'র মুখে তাকওয়াবানদের বৈশিষ্ট্য .....	৭৪

## ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ করেন-

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।”<sup>১</sup>

এবং শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, যিনি ইরশাদ করেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে উত্তম সে, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আর আমি আমার স্ত্রীদের কাছে উত্তম’। হাদিসটি ইমাম তিরমিযি এবং অন্যান্যরা লিপিবদ্ধ করেছেন।

অতঃপর...

বর্তমানে মানুষের জীবনের দিকে তাকালে আমরা হতাশা ও যন্ত্রণা অনুভব করি, আমরা দেখি চারদিকে হারাম ছড়িয়ে পড়েছে। সারা বিশ্ব পাপে ও দুষ্কর্মে ভয়ে উঠেছে। মানুষের মাঝে প্রচলিত ধারণা, রীতিনীতি পরিবর্তন হয়ে গেছে। উত্তম কাজ এখন মন্দ বলে পরিচয় পাচ্ছে আর মন্দ হয়ে গেছে উত্তম। ঐতিহ্য, অভ্যাস ও শিষ্টাচারেরও পরিবর্তন ঘটেছে।

---

<sup>১</sup> সূরা রুম : ২১।



বস্তুত, পশ্চিমা “সভ্যতা”-র প্রতি মানুষ প্রবল মাত্রায় প্রভাবিত ও আকৃষ্ট হচ্ছে, এবং পাশাপাশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পশ্চিমার নোংরা অশালীন মুভি ও ফিল্মের মাধ্যমে। এসকল ড্রামায় বিশ্বাসঘাতকতাকে ভালোবাসা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, পারিবারিক সম্পর্ক ভাঙ্গনকে ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে তুলে ধরা হয় এবং স্বামীকে সম্মান করা ও স্বামীর প্রতি আনুগত্যকে সেকেলে ও পশ্চাৎপদতা হিসেবে দেখানো হয়। সর্বোপরি স্বামী-স্ত্রী’র একে অপরকে বোঝাপড়াকে উপস্থাপন করা হয় ব্যক্তির দুর্বলতা হিসেবে। ফলস্বরূপ মুসলিম পরিবারগুলোতে ভাঙ্গন দেখা দিচ্ছে। বিভিন্ন বিপদ দুর্দশায় মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে, এবং মুসলিমরা হয়ে পড়েছে চিন্তিত। তাই আমরা দেখি-

- স্ত্রী স্বামী’র অধিকারগুলো পূরণ করছে না!
- স্বামী স্ত্রী’র অধিকারকে উপেক্ষা করছে, এবং স্ত্রী’র উপর যুলুম করছে!
- সন্তানরা পিতা-মাতার অবাধ্য হয়েছে!
- পিতা-মাতা সন্তানদের সঠিক শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে!

আল্লাহর বিধানের প্রতি মুসলিমদের অবাধ্যতা ও অমান্যতাই হল উপর্যুক্ত সমস্যাগুলোর একমাত্র কারণ।

একটি আদর্শ মুসলিম ঘর নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে আমি এই কিতাব রচনা করেছি। কিতাবটির নাম দিয়েছি—“How to win your wife’s Heart”।

এই লেখাটি হল ‘সুখী মুসলিম পরিবার’ সিরিজের একটি অংশ।

বইটি লেখার প্রধান উদ্দেশ্য হল একটি মজবুত, আন্তরিক এবং পরস্পর বোঝাপড়া ও সহানুভূতিশীল মুসলিম পরিবার নির্মাণ করা। এমন মুসলিম পরিবার—যা পরিচালিত হয়- শ্রদ্ধা, ভালবাসা, সম্মান, অঙ্গীকার, সুখ, মানসিক প্রশান্তির মাধ্যমে।

যার স্লোগান হবে—ধর্ম হল আন্তরিকতা।

যার লক্ষ্য হল—সন্তানদের সঠিক শিক্ষা দেয়া।

যার ভিত্তি হল—কুর'আন, সুন্নাহ এবং সালাফদের নাসিহা।

যার প্রেরণা হল—তাদেরকে বিচার দিবসে আহ্বান করে বলা হবে—

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ. يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ  
مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ.

“তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর।  
স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে; সেখানে  
রয়েছে সবকিছু, অন্তর যা চায় এবং নয়ন যা-তে তৃপ্ত হয়। সেখানে  
তোমরা স্থায়ী হবে।”<sup>২</sup>

যার আদর্শ হবে—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর  
সাহাবাগণ এবং তাঁর অনুসারীগণ।

তালকের সংখ্যা আকস্মিক বৃদ্ধি পাওয়া, জীবনসঙ্গীর অধিকার আদায়ে  
অবহেলা, কিছু স্বামীর দ্বারা স্ত্রীর প্রতি অশ্রদ্ধা দেখানো ইত্যাদি  
কারণগুলো আমাদেরকে এই গ্রন্থ রচনা করতে বাধ্য করেছে। আমাদের  
সমাজে কিছু এমন মানুষ আছে (আল্লাহ তাদের হেদায়াত দান করুন)  
যারা স্ত্রীকে তাদের প্রাপ্য হক দেয় না, স্ত্রীর প্রতি যত্নশীল হয় না।  
বিনা কারণে স্ত্রীর সাথে মন্দ আচরণ করে, উচ্চ শব্দে কথা বলে। ভাল-  
মন্দ বিষয় আশয় স্ত্রীর সাথে শেয়ার করে না, এবং পরিবার ও  
সন্তানদের সাথে সময় কাটানোর চাইতে বন্ধুদের সাথে এবং ভ্রমণে রাত  
কাটাতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। স্বামীর এই ধরনের দূরব্যবহারে স্ত্রীর  
জীবন হয়ে উঠে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাময়। নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশায়, যন্ত্রণায়  
কাটে স্ত্রীর সাংসারিক জীবন, এতে মন-মানসিক শান্তি ধ্বংস হয়ে যায়।  
তাই, ঐ সকল মানুষের উদ্দেশ্যে আমি এই বই লিখেছি।

<sup>২</sup> সূরা যুখরূপ : ৭০-৭১।



আমার আরজ...

স্বভাববশত নারী হল দুর্বল, স্নেহপরায়ণ, আবেগী এবং পুরুষের সাথে উচ্চবাক্য বিনিময়ে অক্ষম। তার সব সময় স্বামীর তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন হয়। তার প্রয়োজন হল স্নেহ, সহানুভূতি, একটি হাঁসি এবং সত্য ভালবাসার। তার প্রয়োজন হল সুন্দর দিক-নির্দেশনা এবং যথাযথ নসিহতের। সে চায় সুন্দর ও শালীনভাবে, আবেগপ্রবণতার সাথে তাকে আহ্বান করা হোক, কেননা সে হল আপনার সন্তানের জননী। তিনিই তার প্রধান স্কুল। মায়ের সম্পর্কে আমাদেরকে এক সময় বলা হত—

“মা হলেন স্কুল, যদি তুমি তার যথাযথ যত্ন নাও  
তাহলে তুমি পাবে উন্নত চরিত্রের মানুষ।”

“মা হলো একটি বাগানের মত, যদি তুমি এর যথাযথ পরিচর্যা কর  
পাতা-পল্লবে ভরা সমৃদ্ধ বাগান তোমায় উপহার দিবে।”

“মা হলেন সকল শিক্ষকের শিক্ষক। তিনি পরিব্যপ্ত হয়ে আছেন তাদের  
সকল মহিমান্বিত জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে।”

আমার এই প্রবন্ধ তাদেরও জন্য—

- যারা চায় সুখ শান্তিময় জীবন যাপন করতে।
- যারা চায় সংসারী ও পারিবারিক জীবনকে সঠিক পথে এবং জাল্লাতের দিকে পরিচালনা করতে।
- যারা চায় নিজ বাসাকে বৈবাহিক সুখি জীবনের মডেল হিসেবে গড়ে তুলতে এবং বাসাকে স্কুল হিসেবে গড়ে তুলতে, যেখানে তাদের সন্তান ধার্মিক এবং নিষ্ঠাবান হিসেবে বেড়ে উঠবে।
- যারা চায় তাদের বাসাকে দাওয়াহ সেন্টার হিসেবে গড়ে তুলতে, যেখান থেকে আল্লাহর বিধানের অনুসরণের দাওয়াহ দেয়া হবে, উত্তম কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করা হবে।

যেভাবে স্ত্রীর হৃদয় জয় করবেন

তাই, অবশ্যই স্ত্রী'র সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের চরিত্রকে উন্নত করতে হবে, এবং স্ত্রীদের যে সকল দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর অর্পণ করেছেন আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে তা পালন করতে হবে। আমি দু'আ করি, আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের দুনিয়া এবং আখিরাতের সকল সুখ ও শান্তি দান করুন, এবং শান্তি ও রহমত বর্ষন করুন আমাদের পরম শ্রদ্ধার ও ভালবাসার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর।

শাইখ ইবরাহিম ইবনু সালেহ আল মাহমুদ





## নারীর প্রতি স্নেহশীল এবং অমায়িক আচরণ

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

“আর নারীদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর।”<sup>৩</sup>

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ.

“তোমরা নারীদেরকে উত্তম উপদেশ দিবে। কেননা নারি জাতিকে পাঁজরের হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর হাড়টি অধিক বাঁকা। তুমি যদি তা সোজা করতে যাও, তাহলে তা ভেঙ্গে ফেলবে আর যদি ছেড়ে দাও, তাহলে সব সময় তা বাঁকাই থেকে যাবে। কাজেই নারীদের সাথে উপদেশপূর্ণ কথাবার্তা বলবো।”<sup>৪</sup>

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র বলেন-

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِجٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا،

<sup>৩</sup> সূরা নিসা : ১৯।

<sup>৪</sup> সহিহ বুখারি : ৩৩৩১, মুসলিম : ১৪৬৮।

وَلْيَسَائِلْكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، فَلَا يُؤْطَيْنَنَّ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، إِلَّا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.

“সাবধান, নারীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবো। কেননা তারা তোমাদের নিকট আবদ্ধ আছে। এর অধিক তাদের উপর তোমাদের কর্তৃত্ব নেই যে, তারা যদি প্রকাশ্যে অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়, সত্যিই যদি তারা তাই করে, তবে তোমরা তাদেরকে পৃথক বিছানায় রাখবে এবং আহত হয় না এরূপ হালকা মারধর করবে। অতঃপর তারা তোমাদের অনুগত হয়ে গেলে তাদের উপর আর বাড়াবাড়ি করো না।”<sup>৫</sup>

“আমরা অনেকে ঐ সকল ব্যক্তির ঘটনা জানি, যারা তাদের স্ত্রী’র সাথে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করত, মনে হত স্ত্রী হল মাজলুম দাসী এবং স্বামী হল যালিম মুনিব। তারা স্ত্রী-দের চরম মাত্রায় অপমান করত এবং যন্ত্রণা দিত। এমনকি স্ত্রী’র মুখে প্রহার করত। এর ফলে বাসা ও পরিবার জাহান্নামে পরিণত হয়েছিল।” কোনো উত্তম চরিত্রের অধিকারী পুরুষ থেকে কখনো এমন আচরণ আশা করা যায় না। ইসলামে এটা নিষিদ্ধ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ আদেশের মধ্যে একটি ছিল-

“নারীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবো।”

ইবনু মু‘আবিয়াহু আল কুশায়রী রহিমাহুল্লাহ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন—

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا يُقَبِّحَ، وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

<sup>৫</sup> সুনানু তিরমিযি, ইবনু মাজাহ : ১৮৫১। হাদিস হাসান।



“হে আল্লাহর রাসূল! স্ত্রীগণ আমাদের ওপর কী অধিকার রাখে? উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি যখন খাও, তখন তাকেও খাওয়াও; তুমি যখন পরিধান কর, তখন তাকেও পরিধান করাও; মুখমণ্ডলে আঘাত করো না, তাকে গালি দিও না, (প্রয়োজনে ঘরে বিছানা পৃথক করতে পার), কিন্তু একাকিনী অবস্থায় রাখবে না।”<sup>৬</sup>

হে আমার মুসলিম ভাই, আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আপনারা স্ত্রীর সাথে খুবই নম্র ও স্নেহশীল আচরণ করুন। তাকে সম্মান করুন, বিশেষ করে সন্তানদের সামনে। যদি আপনি তার ব্যক্তিত্বকে অবমূল্যায়ন করেন তাহলে তা আপনার জন্য ভয়ঙ্কর পরিণাম বয়ে আনবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

“পূর্ণ মুমিন সে, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর। আর তোমাদের মধ্যে উত্তম সে, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।”<sup>৭</sup>

প্রিয় ভাই, এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় তুমি পরিপূর্ণতার তালাশ করো না, এখানের কেউ পরিপূর্ণ নয়। হ্যাঁ তুমি সর্বাধিক উত্তম কিছু বেছে নিতে পার। তুমি কতটুকু পরিপূর্ণ তা কখনো কী তুমি ভেবে দেখেছো? প্রকৃতপক্ষে আমাদের সকলের অবস্থান অভিন্ন, এখানে অন্যদের থেকে পরিপূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়। আমরা নারীদের চাইতে বেশি শক্তিশালী, কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না আল্লাহ আমাদের চাইতে শক্তিশালী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً أُنْكَرَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ.

<sup>৬</sup> ইবনু মাজাহ : ১৮৫০। সনদ সহিহ।

<sup>৭</sup> সুনানু তিরমিযি : ১১৬২।

“কোনো মু'মিন পুরুষ যেন কোনো মু'মিন নারীকে ঘৃণা না করে। তার কোনো একটি অভ্যাস তার কাছে খারাপ লাগলেও অপরটি ভালো লাগবে।”<sup>৮</sup>

হাসান ইবনুল আলি রহিমাহুল্লাহকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন, “আমার একটি কন্যা আছে, এবং তার বিয়ের বয়স হয়েছে, আমি কার সাথে তার বিবাহ দিবো? হাসান রহিমাহুল্লাহ বলেন, “তাকে এমন কারোর সাথে বিয়ে দিন, যে আল্লাহকে ভয় করে। এতে সে তাকে (আপনার কন্যাকে) পছন্দ করলে তার প্রতি দয়ালু ও স্নেহশীল থাকবে, এবং সে যদি তাকে অপছন্দ করে তবুও সে তার সাথে অন্যায়মূলক আচরণ করবে না।”<sup>৯</sup>

## স্ত্রীর অধিকার

স্বামীর প্রতি স্ত্রী'র কিছু অধিকার রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কুর'আন কারিমায় বলেন-

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

“নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের; এবং তাদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আল্লাহ হচ্ছেন মহা পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।”<sup>১০</sup>

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “পুরুষদের অধিকার রয়েছে স্ত্রীদের উপর, এবং স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে তোমাদের উপর।”<sup>১১</sup>

<sup>৮</sup> সহিহ মুসলিম : ১৪৯।

<sup>৯</sup> আল-ইকদুল ফারিদ।

<sup>১০</sup> সূরা বাকারা : ২২৮।

<sup>১১</sup> আত তিরমিযি : ১১৫৯, সনদ সহিহ।



রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবি তাকে জিজ্ঞেস করেন-

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا يُقَبِّحَ، وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

“হে আল্লাহর রাসূল! স্ত্রীগণ আমাদের ওপর কী কী অধিকার রাখেন? উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, “তুমি যখন খাও, তখন তাকেও খাওয়াও; তুমি যখন পরিধান কর, তখন তাকেও পরিধান করাও, মুখমণ্ডলে আঘাত করো না, তাকে গালি দিও না, (প্রয়োজনে ঘরে বিছানা পৃথক করতে পার), কিন্তু একাকিনী অবস্থায় রাখবে না।”<sup>১২</sup>

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, “ন্যায়পরায়ণরা দয়াময় আল্লাহর ডানপাশে নূরের সিংহাসনে অবস্থান করবে। তাঁর দুটি হাতই ডান। যারা ইনসাফ করে বিচারের ক্ষেত্রে, পরিবারের ব্যাপারে এবং অর্পিত দায়িত্ব পালনের সময়।”<sup>১৩</sup>

ইবনুল আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “আমি নিজেকে আমার স্ত্রীর জন্য সাজাতে পছন্দ করি, ঠিক যেভাবে আমি চাই আমার স্ত্রী আমার জন্য সাজুক।”

<sup>১২</sup> ইবনু মাজাহ : ১৮৫০; মুস্তাদরাকে হাকেম : ২৭৬৪। সনদ সহিহ।

<sup>১৩</sup> সহিহ মুসলিম : ৪৮২৫।

## স্ত্রীর অন্যান্য অধিকার

১. উত্তম সঙ্গী

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

“আর তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করবো।”<sup>১৪</sup>

২. শিক্ষা। একজন নারীকে দীনের প্রয়োজনীয় সকল ইলম শিক্ষা দিতে হবে।

৩. সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুর’আনে বলেন-

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا.

“আর তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও এবং তাতে অবিচল থাক।”<sup>১৫</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ.

“হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা কর অগুন হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।”<sup>১৬</sup>

৪. ঈর্ষার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা।

<sup>১৪</sup> সূরা নিসা : ১৯।

<sup>১৫</sup> সূরা তাহা : ১৩২।

<sup>১৬</sup> সূরা আত তাহরিম : ৬।

৫. দেনমহর।

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ  
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا.

“তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর সম্ভূষ্ট মনে দিয়ে দাও, পরে তারা  
খুশী মনে মোহরের কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দে ভোগ  
কর।”<sup>১৭</sup>

৬. ভরণ-পোষণ।

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
وُسْعَهَا.

“আর পিতার উপর কর্তব্য, বিধি মোতাবেক মা’দের খোর-পোষের  
দায়িত্ব নেওয়া। সাধ্যের অতিরিক্ত কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়  
না।”<sup>১৮</sup>

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “খাদ্যের অপচয় করা  
একজন মহিলার জন্য পাপ হিসেবে যথেষ্ট হবে।”

৭. যদি একাধিক স্ত্রী থাকে তবে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতে হবে। রাসূল  
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
وَشِقُّهُ سَاقِطٌ.

<sup>১৭</sup> সূরা নিসা : ৪।

<sup>১৮</sup> সূরা বাকারা : ২৩৩।



“যদি একজন মানুষের দুইজন স্ত্রী থাকে, এবং সে তাদের মাঝে ইনসাক্ষর রাখা করে না, তাহলে পুনরুত্থানের দিন তার এক পাশ ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে।”<sup>১৯</sup>

৮. মন্দ আচরণ না করা, এবং তার আবেগের সম্মান করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় পরিবারকে সাহায্য করতেন, তিনি নিজের জুতা নিজে সেলাই করতেন, নিজের কাপড় সেলাই করতেন, নিজেই মেঝে পরিষ্কার করতেন। হাদিসে এসেছে-

كَانَ يَخِيْطُ ثَوْبَهُ، وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرَّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ.

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় সেলাই করতেন, জুতাকে তালি লাগাতেন। এছাড়াও অন্যান্য কাজ করতেন, যেগুলো গৃহে অন্যান্য পুরুষেরা করেন।”<sup>২০</sup>

আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলেন, “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে কি করেন? আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তিনি ঘরোয়া কাজকর্মে ব্যস্ত থাকেন, নামাজের সময় হলে নামাজ পড়তে যান। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে আরো প্রশ্ন করা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে কী করেন? আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তিনি তো তোমাদের মতই মানুষ। তিনি নিজ কাপড়ে তালি লাগান। বকরীর দুধ দোহন করেন, এবং নিজের যত্ন নেন।”<sup>২১</sup>

৯. তার গোপনীয়তা ফাঁস না করা, এবং তার দোষ ত্রুটি অন্যের নিকট না বলা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

<sup>১৯</sup> সুনানু তিরমিযি : ১১৪১। সনদ সহিহ।

<sup>২০</sup> মুসনাদে আহমাদ : ২৪৯০৩। সনদ সহিহ।

<sup>২১</sup> সহিহ বুখারি : ৬৭২।



إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى  
امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.

“বিচার দিবসে আল্লাহর নিকট মানুষদের মধ্যে সবচে’ নিকৃষ্ট ঐ মানুষ হবে, যে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়, অতঃপর তার (স্ত্রীর) গোপনীয়তা ফাঁস করে।”<sup>২২</sup>

১০. তার পিতামাতা, পরিবার এবং প্রতিবেশীদের সাথে দেখা সাক্ষাতের অনুমতি দেয়া।

১১. স্ত্রীকে অসৎ নারীদের সাথে মেলামেশা করতে না দেয়া। যে সকল নারী নোংরা এবং পাপ কাজ করে, তাদের থেকে স্ত্রীকে দূরে রাখা। অশালীন ম্যাগাজিন, বই, নোংরা ও অশ্লীল মুভি ইত্যাদি দেখা, শোনা ও পড়ার অনুমতি না দেয়া।

১২. রাতে অত্যাধিক বিলম্বে বাসায় না ফেরা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

وَإِنَّ لِرِجَالِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا.

“তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার রয়েছে।”<sup>২৩</sup>

১৩. স্ত্রী যদি (দ্বীনের ভিতর সীমাবদ্ধ থেকে) কাজ করে তাহলে তার বেতন না নেয়া, মিরাস সূত্রে যদি সে সম্পদ পায় তাও না নেয়া।

<sup>২২</sup> সহিহ মুসলিম : ১৪৩৭।

<sup>২৩</sup> সহিহ মুসলিম : ৫১৯৯।

## স্বামী-স্ত্রীর যৌথ অধিকার

১. ভুল, ও দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করা, বিশেষ করে অজান্তে যে সকল ভুল হয় তা মার্জনা করা।
২. সুখে-দুঃখে একে অপরকে সহানুভূতি দেখানো।
৩. একে অপরকে আন্তরিকভাবে নসিহত করা।
৪. গোপনীয়তা রক্ষা করা। স্বামী স্ত্রীর দোষ ত্রুটি তৃতীয় ব্যক্তির নিকট না বলা।
৫. সম্মানের সাথে বসবাস করা, এটা তাদের চরিত্র রক্ষা করবে।
৬. যথাযথ কাপড় পরিধান করা।
৭. একে অপরের প্রশংসা করা, এবং সম্মান করা।
৮. ইসলামি শিক্ষা অনুযায়ী সন্তানদের যথাযথ তারবিয়াত দেয়া। অভিভাবকের উচিত সন্তানদের শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া, বিশেষভাবে কন্যার শিক্ষার প্রতি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ» وَضَمَّ  
أَصَابِعَهُ.

“যে ব্যক্তি দু’টি কন্যাকে তারা সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে, কিয়ামতের দিন আমি এবং সে এ দু’টি আঙ্গুলের মতো পাশাপাশি আসবো (অতঃপর তিনি তার আঙ্গুলগুলি মিলিত করে দেখালেন)।”<sup>২৪</sup>

---

<sup>২৪</sup> সহিহ মুসলিম : ২৬৩১।

এক্ষেত্রে আমরা নিম্নোক্ত বিষয় খেয়াল রাখতে পারি-

- মেয়েদের হিজাব পড়তে উৎসাহিত করা।
- অশালীন পোশাক পড়তে নিরুৎসাহিত করা।
- অবসর সময়গুলো ইসলামিক বই এবং ইসলামিক শিক্ষা দিয়ে সাজানো।
- বাদ্য-বাজনা, মুভি, ড্রামা ইত্যাদি দেখা, শোনা ও কেনা থেকে দূরে রাখা।

## জীবনসঙ্গিনীর প্রতি স্নেহশীল ও সহানুভূতিশীল আচরণ

স্বামী অবশ্যই স্ত্রীকে ভালোবাসবে। স্ত্রী অবশ্যই স্বামীর ভালোবাসা, আদর, স্নেহ পাবে। তাকে সবচে' সুন্দর নামে ডাকবে, এবং তার সাথে স্নেহশীল আচরণ করবে। স্ত্রীর পরিবারের সাথেও স্বামীকে ভালো সম্পর্ক রাখতে হবে, তাদের প্রতি ভালো ব্যবহার করতে হবে। স্ত্রীর সামনে তার পরিবারের প্রশংসা করা উচিত। একে অপরের বাসায় আসা যাওয়া উচিত। উচিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উপলক্ষে তাদের আমন্ত্রণ জানানো। অবশ্য স্বামী তার জীবন সঙ্গিনীর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে, তার মতামতকে সম্মান করবে, এবং যদি সঠিক হয় তাহলে তার উপদেশ গ্রহণ করবে। সংক্ষেপে বললে, আমাদের উচিত দীন দিয়ে বৈবাহিক জীবন সাজানো।

এছাড়াও স্ত্রীর প্রতি সর্বাধিক উত্তম বৈশিষ্ট্যের আচরণ করতে হবে, সহনশীল হতে হবে, পারস্পরিক সমস্যায় একে অপরকে ছাড় দিতে হবে, দুর্দিন সহ্য করে টিকে থাকতে হবে। সে রেগে গেলে, বা অবিবেচক মূলক শব্দ ব্যবহার করলে তুমি তার সাথে কোমল আচরণ করবে। তোমাকে তার সাথে রসিকতা করতে হবে, খেলা করতে হবে, এতে সে প্রফুল্ল ও আনন্দিত হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি



ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের সাথে রসিকতা করতেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “পুরুষের উচিত স্ত্রীর সাথে বাচ্চামিসূলভ ব্যবহার করা, কিন্তু যখন স্ত্রীদের তার প্রয়োজন হবে তখন সে একজন পুরুষের মত আচরণ করবে।”

স্ত্রীদের মেজাজ বুঝতে হবে, যাতে তাদের আনন্দ দেয়া যায়, তাদের ব্যাথা দূর করা যায়, জীবনের বিভিন্ন বোঝা লাঘব করে তাদের কাজ সহজ করে দেয়া যায়, এভাবে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসার বন্ধন আরো মজবুত ও দৃঢ় হবে এবং একে অপরের প্রতি সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

যে সকল কারণে দাম্পত্যজীবনে সমস্যা দেখা দেয়:

১. পাপ এবং নোংরা কাজ।
২. একে অপরকে অবহেলা করা।
৩. দায়িত্ব পালন না করা।
৪. আত্মীয় বা তৃতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপ করা।
৫. সন্দেহ।
৬. ঠেস মেরে কথা বলা।
৭. অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ করা।
৮. অবিশ্বাস।
৯. দম্পতিদের মধ্যে কারোর অভিভাবকের অন্যায় হস্তক্ষেপ।
১০. একে অপরকে ভুল বুঝা।
১১. মিথ্যা বিশ্বাস।
১২. প্রতিদিন একঘেয়ে এবং বিরক্তিকর ভাব কাটানো।



১৩. অশ্লীল ও অশালীন ম্যাগাজিন, ড্রামা মুভি দেখা, পড়া।
১৪. আন্তরিকতার অভাব থাকা, সত্যবাদিতা না থাকা।
১৫. পরিবারে প্রতিবেশির কর্তৃত্ব থাকা।
১৬. দুনিয়াবি বিষয়ে অতৃপ্তিতে ভোগা।
১৭. সোসাল ক্লাস আলাদা আলাদা হওয়া।
১৮. শিক্ষায় পার্থক্য থাকলে।
১৯. বয়সে অত্যাধিক পার্থক্য হলে।
২০. নারী পুরুষের মিশ্র পরিবেশ।
২১. স্ত্রীদের মধ্যে সমতার বিধান না করলে।
২২. বাড়ি থেকে প্রায়শ দূরে থাকলে।
২৩. প্রায়শ রাতে বাহিরে থাকলে।
২৪. সন্তানদের মধ্যে কাউকে অধিক প্রাধান্য দিলে।
২৫. অনৈতিক উদ্দেশ্যে বিদেশে ভ্রমণ করলে।

## পাপের ছড়াছড়ি

মুসলিম সমাজ আজ পাপে সয়লাব হয়ে যাচ্ছে, চারদিকে পাপের ছড়াছড়ি, পঙ্কিলতার অতল গহ্বরে আমরা ডুবে যাচ্ছি। অবশ্যই বৈবাহিক সমস্যা তৈরিতেও পাপ এবং নিষিদ্ধ কাজ হল সবচে' বড় কারণ। আল্লাহর কাছে পাপীদের যেমন কোনো গুরুত্ব নেই, সৎ মানুষদের মাঝেও পাপীদের কোনো সম্মান নেই।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন-

“পাপ কর্মের ফলে অনেক ধরনের শাস্তি নেমে আসে, তার মধ্যে অন্যতম হল বরকত উঠিয়ে নেয়া এবং অন্যান্য দুর্ভাগ্য নেমে আসা। আল্লাহর বান্দারা পাপের কারণে আল্লাহর বরকত হারিয়ে ফেলে, এবং পাপ কর্ম করার সময় সে অভিশপ্ত হয়।”

পাপীরা পাপের কারণে আরো যে সকল শাস্তি পায়—সে আল্লাহর সামনে তার মাকাম ও অবস্থান হারিয়ে ফেলে, কেননা আল্লাহর নিকট ঐ বান্দাই পবিত্র, যে আল্লাহকে সর্বাধিক ভয় করে ঐ বান্দাই আল্লাহর নিকটতর, যে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহকে মান্য করে, এবং আল্লাহর নিকট বান্দার মর্যাদা আল্লাহর বিধানের প্রতি বান্দার আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা পায়। যদি সে আল্লাহর বিধানকে অমান্য করে, তাহলে সে নিজেকে অনুগত বান্দা হওয়ার স্থান থেকে নামিয়ে ফেলে, এবং আল্লাহও তাকে তার একান্ত অনুগত বান্দার অবস্থান থেকে নিচে নামিয়ে দেন। ফলস্বরূপ সেও দুর্ভাগ্যপূর্ণ, অযোগ্য, অসম্মানজনক, নিঃস্ব ও অসুখী মানুষের কাতারে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

কিছু স্ত্রীরা প্রায়শ অভিযোগ করে বলেন, তাদের স্বামীরা আগের মত ব্যবহার করছে না, তারা পরিবর্তন হয়ে গেছে। তারা তাদের পূর্বের সময়ের স্মৃতিচারণ করে—তখন স্বামীরা তাদের প্রতি খুব অনুরাগী ছিল, উত্তম ব্যবহার করত, স্বামী স্ত্রীর মাঝে তখন অনেক ভালোবাসা বিরাজ করছিল, কিন্তু এখন স্বামীরা স্ত্রী-সন্তানের প্রতি তেমন যত্নশীল নয়।

শাইখ আহমাদ আল-কাত্তান রহিমাহুল্লাহ বলেন, “স্বামীর এই আকস্মিক পরিবর্তনের জন্য স্ত্রীরা দায়ী। স্ত্রীর উচিত নিজেকে জিজ্ঞেস করা এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা এই আয়াতে কি বলেছেন তা অনুধাবন করা-

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ.

যেভাবে স্ত্রীর হৃদয় জয় করবেন

“নিশ্চয় আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে।”<sup>২৫</sup>

হয়ত স্ত্রী বা স্বামী কোনো নিষিদ্ধ কাজ করেছে তাই স্বামীর মধ্যে আকস্মিক পরিবর্তন এসেছে।

## দাম্পত্যজীবনে সমস্যার আরো কিছু কারণ

- সালাত আদায়ে, যাকাত প্রদানে, রমাযানের সিয়াম পালনে এবং হজ্জ সহ ইত্যাদি আহকামে অবহেলা করা।
- সাবালিকা হওয়ার পরেও কন্যাকে পরিপূর্ণ পর্দায় বাধ্য করতে না পারা।
- সম্পর্কছিন্নকরণ।
- সন্তানদের মন্দ কাজগুলো বাবার কাছে না বলে লুকিয়ে রাখা।
- পরনিন্দা করা।
- সুদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া।
- মুভি দেখা এবং গান শোনা।
- অপ্রয়োজনে চাকর এবং ড্রাইভার রাখা।
- দ্বীনদার ব্যক্তিদের নিয়ে হাঁসি ঠাট্টা করা।
- সিগারেট পান করা, এবং মদপান।
- পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।

যাইহোক, আমাদের জন্য এটা আবশ্যিক যে আমরা সব সময় নিজেদের কর্মের পর্যবেক্ষণ করব, এবং ভুল হলে ঠিক করে নিব, অন্যথায় ইসলামি দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করা হবে না। অবশ্যই আমরা নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকব এবং অন্যদেরকেও নসিহত করব। তাহলে

---

<sup>২৫</sup> সূরা রাদ : ১১।



ইনশা আল্লাহ আমাদের পরিবারে, আমাদের বাসায় আবার সুখ আনন্দ ও শান্তি ফিরে আসবে।

## একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাতওয়া

একজন নারী স্বামীর দুর্ব্যবহার নিয়ে একটি প্রশ্ন করেছিলেন, প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন শাইখ আব্দুল আজিজ ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ। তিনি বলেন-

“আপনি বলেছেন, আপনার স্বামী সালাত ত্যাগ করেছে এবং দীনকে অসম্মান করে। যদি ঘটনা সত্যিই এমন হয় তাহলে আপনার স্বামী কাফির হয়ে গেছে, এবং আপনি তার সাথে একই বাসায় অবস্থান করতে পারবেন না। তাই আপনাকে আপনার পরিবারের কাছে বা যেখানে আপনি নিরাপদ মনে করেন এমন স্থানে চলে যেতে হবে। পবিত্র কুর’আনে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهَا.

“মু’মিনা নারীরা কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিরেরা মু’মিনা নারীদের জন্য বৈধ নয়।”<sup>২৬</sup>

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

“(মু’মিন) বান্দাহ ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো নামাজ ত্যাগ করা।”<sup>২৭</sup>

<sup>২৬</sup> সূরা মুমতাহিনা : ১০।

<sup>২৭</sup> ইবনু মাজাহ : ১০৭৮। সনদ সহিহ।

অধিকন্তু, দীনকে অসম্মান করা সকল মুসলিমের ঐকমতে একটি বড় কুফর। তাই আপনাকে অবশ্যই আল্লাহর জন্য তাকে ঘৃণা করতে হবে, এবং পৃথক হতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

“আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন। এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন।”<sup>২৮</sup>

আমি আল্লাহর নিকট আপনার জন্য দু’আ করি। আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করুন, আপনার সকল পেরেশানি দূর করুন। স্বামীর দুর্ব্যবহার হতে আল্লাহ আপনাকে হিফাজত রাখুন। তাকে সরল পথে পরিচালিত করুন, এবং তাওবার সুযোগ দান করুন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা অতি দয়ালু ও দয়াবান।

## আদর্শ জীবনসঙ্গী

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন—

إِنِّي لَأَعْرِفُ غَضَبَكَ وَرِضَاكَ، قَالَتْ: قُلْتُ: وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنَّكَ إِذَا كُنْتَ رَاضِيَةً قُلْتُ: بَلَى وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتَ سَاخِطَةً قُلْتُ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ. قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلٌ، لَسْتُ أَهَاجِرُ إِلَّا اسْمَكَ.

‘আমি তোমার রাগ ও অনুরাগ বুঝতে পারি।’ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আল্লাহর রাসুল! কিভাবে বুঝতে পারেন?’ তিনি



বললেন, ‘তুমি যখন আমার উপর সন্তুষ্ট থাক তখন বলে থাক-‘বালা ওয়া রাব্বি মুহাম্মাদ’ (মুহাম্মাদের রবের কসম! ...) আর অসন্তুষ্ট হলে বল-‘লা ওয়া রাব্বি ইবরাহীম’ (ইবরাহিমের রবের কসম!...)’ আমি বললাম, ‘আল্লাহর রাসুল! আপনি ঠিক বলেছেন। তবে আমি শুধু আপনার নামটিই ত্যাগ করি (অন্তর আপনার ভালবাসায় পূর্ণ থাকে)’<sup>৯৯</sup>

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছিলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নিজেই বলেছেন-

فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رَجُلِي، فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقْنِي  
فَقَالَ: هَذِهِ بَيْتُكَ السَّبَقَةِ.

“একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করলেন। তখন আমি আগে বেরিয়ে গেলাম (জয়ী হলাম)। পরে যখন আমার শরীর ভারী হয়ে গেল, তখন তিনি আমার সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করে আমাকে হারিয়ে দিলেন। এরপর তিনি বললেন, এবার আগেরবারের বদলা নিলাম।”<sup>১০০</sup>

এই ঘটনায় স্বামী স্ত্রীর জন্য শিক্ষা রয়েছে। স্বামী স্ত্রী একে অপরের সঙ্গতা কিভাবে উপভোগ করতে পারে তা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘটনার মাধ্যমে আমাদের শিখিয়েছেন। স্বামী স্ত্রী একই সাথে থাকে, এতে যদি কোনো নতুনত্ব, আনন্দ ও উল্লাস না থাকে তাহলে দীর্ঘ বিবাহ জীবন একঘেয়েমিপূর্ণ হয়ে উঠে। এই বোরিংন্যাস কাটানোর জন্য দম্পতির বিভিন্ন নির্মল নিষ্পাপ ফান করতে পারে, গেমস খেলতে পারে, একে অপরকে বিনোদন দিতে পারে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের খুবই ভালবাসতেন। স্ত্রীদের সঙ্গে তিনি খোশ মেজাজে মিশতেন ও তাদের আবেগের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। এমনকি তিনি স্ত্রীর সাথে একই পাত্রে গোসল করতেন।

<sup>৯৯</sup> সহিহ বুখারি : ৬০৭৮।

<sup>১০০</sup> আবু দাউদ : ২৫৭৮। সনদ সহিহ।



## কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১ নং প্রশ্নঃ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহকে একজন মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সে সালাত আদায় করত না। এমন মহিলাকে তার স্বামী সালাতের আদেশ দিবে কি? যদি তাও স্ত্রী সালাত না আদায় করে তাহলে স্বামী কি তাকে পরিত্যাগ করবে?

১ নং উত্তরঃ অবশ্যই, স্বামী তাঁর স্ত্রীকে সালাতের জন্য আদেশ করবে। এমনকি অন্য মানুষদেরও সে সালাতের আদেশ করতে পারে। কেননা আল্লাহ পবিত্র কুর'আনে বলেন-

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا.

“আর তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও এবং তাতে অবিচল থাক।”<sup>৩১</sup>

তিনি আরো বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ

“হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা কর আগুন হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।”<sup>৩২</sup>

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তাদের শিক্ষা দাও, এবং শাস্তি দাও।” যাইহোক, স্বামীর উচিত আদর ও স্নেহের সাথে স্ত্রীকে সালাত পড়তে উৎসাহিত করা। যদি সে তাও না মানে, সালাত আদায় না করে তাহলে স্বামীর উচিত তাকে তলাক দিয়ে দেয়া। কেননা,

<sup>৩১</sup> সূরা তাহা : ১৩২।

<sup>৩২</sup> সূরা আত তাহরিম : ৬।

যে কেউ সালাত পরিত্যাগ করে সে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত হয়ে পড়ে। এমনকি যদি সে চূড়ান্তভাবে সালাত পরিত্যাগ করে, তাহলে ইসলামিক প্রশাসন তাকে হত্যার শাস্তি দেওয়ার অধিকার রাখে, কারণ বিধান মোতাবেক সে তখন একজন মুরতাদ হিসেবে গণ্য হবে।

২ নং প্রশ্নঃ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহকে এক ব্যক্তির কথা বলা হয়েছিল, যে তার স্ত্রীকে নিয়ে নোংরা মানুষদের মাঝে বসবাস করত, এবং মাঝে মাঝে তার স্ত্রীকে নিয়ে বাজে মানুষদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যেত। যখন তাকে কেউ বাসা বদলানোর উপদেশ দিত তখন সে বলত, ‘আমি তার স্বামী, তার মালিক, এবং এই বাসারও মালিক।’ স্ত্রীর সাথে স্বামীর এরূপ আচরণের অধিকার আছে কী?

২ নং উত্তরঃ সকল প্রশংসা জগত সমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য। এই ব্যক্তির তার স্ত্রীর উপর জোড় করার কোনো অধিকার নেই। সে যেখানে ইচ্ছে তাকে নিয়ে যাবে এই অধিকার তার নেই। সে ফ্রি মিক্সিং এবং ফাসেক ফাজেরদের মাঝে তার স্ত্রীকে নিয়ে যেতে পারবে না। বরঞ্চ তাকে অবশ্যই একটি উত্তম স্থানে রাখতে হবে এবং মন্দ মানুষদের থেকে তাকে দূরে ও নিরাপদে রাখতে হবে। আর যদি সে এটা না করে তাহলে তাকে দুইবার শাস্তি পেতে হবে। প্রথম শাস্তি হবে যা সে নিজে কামাই করেছে, এবং অন্য শাস্তিটি হবে স্ত্রীর নিরাপত্তা না দেয়া, সম্মানের খেয়াল না রাখা এবং বাজে মানুষদের মাঝে থেকে দূরে না নেয়ার কারণে। এই শাস্তি তাকে এবং অন্যদেরকে এমন পাপ করা থেকে বাঁধা দিবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

৩ নং প্রশ্নঃ যদিও আমার স্বামী (আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন) একজন তাকওয়াবান, উত্তম চরিত্র ও আদর্শের মানুষ, কিন্তু তিনি আমার প্রতি একটুও যত্নশীল নন। তিনি সব সময় আমার সামনে রেগে থাকেন, এবং আমার কথায় বিরক্তবোধ করেন। আপনি বলতে পারেন এসবের জন্য আমি দায়ি, কিন্তু আল্লাহ জানেন তার প্রতি আমার সকল দায়িত্ব আমি পুরোপুরি পালন করি। তার সকল দুর্ব্যবহারের সামনে আমি শান্ত থাকি। তাকে শান্ত রাখার এবং বিশ্রাম নেয়ার যথাযথ ব্যবস্থা নিই। যাইহোক, আমি যখন তাকে কিছু জিজ্ঞেস করি, অথবা তার সাথে কথা বলতে



চাই, তিনি তখন খুবই বিরক্ত হন, এবং চিৎকার করে কথা বলেন; এটা অবশ্য একটি বোকামীপূর্ণ আচরণ। আবার তিনি যখন তার বন্ধুদের সাথে থাকেন তখন খুব খুশি হন এবং আনন্দবোধ করেন। তার সকল তিরস্কার, কঠোরতা ও দুর্ব্যবহার শুধু আমার জন্য। এতে আমি খুবই যত্নগা অনুভব করি, দুঃখ ও হতাশায় থাকি। এমনকি মাঝে মাঝে আমি ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবি।

আমি খুব অল্প পড়াশোনা করেছি, কিন্তু তার জন্য আমার উপর আল্লাহ প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করি।

মুহতারাম শাইখ, আমি যদি ঘর ছেড়ে চলে যাই এবং আমার সন্তানদেরও নিয়ে যাই, তাদের লালন-পালনের যাবতীয় দায়িত্ব আমি পালন করি, তাহলে কি এতে আমার গুনাহ হবে? আমি কী করব? নাকি আমি তার সাথেই থাকব, কিন্তু তাকে তার মত ছেড়ে দেব, তার সাথে কথা বলার কিংবা তার অনুভূতি ও সমস্যার কিছু জিজ্ঞেস করব না।

আমাকে সাহায্য করুন, আমি কী করব? আল্লাহ আপনাকে বারাকাহ দান করুন।

৩ নং উত্তরঃ নিঃসন্দেহে সৎভাবে জীবন যাপন করা স্বামী স্ত্রীর উপর আবশ্যিক। আল্লাহর জন্য তারা সৎভাবে থাকবে, আল্লাহর জন্য একে অপরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করবে, একে অপরের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। আল্লাহ বলেন-

وَعَايِشُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

“আর তোমরা নারীদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করবে।”<sup>৩৩</sup>



وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

“নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের; এবং তাদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে; আল্লাহ হচ্ছেন মহা পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।”<sup>৩৪</sup>

ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ.

“তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।”<sup>৩৫</sup>

এছাড়া আরো অনেক হাদিস রয়েছে যেখানে উত্তম ব্যবহার, ভালো চরিত্রের অধিকারী হতে বলা হয়েছে। শুদ্ধ আচরণের কথা কখনো এসেছে অন্য মুসলিমের সাথে ব্যবহারের কথা হিসেবে, কখনো এসেছে দাম্পত্যজীবনের ক্ষেত্রে, কখনো বা এসেছে আত্মীয়-স্বজনের সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে।

আপনার স্বামীর মন্দ আচরণের সময় আপনি অনেক ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু আমি আপনাকে নসিহত করব, আপনি আরো বেশি ধৈর্য ধরুন, এবং বাসা ত্যাগ করার চিন্তা পরিত্যাগ করুন। ইনশা আল্লাহ, ধৈর্যের জন্য আল্লাহ তায়ালা আপনাকে পুরস্কৃত করবেন। আল্লাহ পবিত্র কুর’আনে বলেছেন-

وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.

<sup>৩৪</sup> সূরা বাকারা : ২২৮।

<sup>৩৫</sup> সুনানু ইবনু মাজাহ : ১৯৭৮। সনদ সহিহ।

“আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।”<sup>৩৬</sup>

তিনি আরো বলেন-

“যে ব্যক্তি মুত্তাকী ও ধৈর্যশীল, আল্লাহ সেইরূপ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।”<sup>৩৭</sup>

এবং,

“আমি ধৈর্যশীলদেরকে তাদের পুরস্কার অপরিমিতভাবে দিয়ে থাকি।”<sup>৩৮</sup>

অন্যত্র বলেন-

فَاصْبِرْ إِنَّ الْعُقَبَةَ لِلْمُتَّقِينَ.

“সুতরাং তুমি ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয় শুভ পরিণাম সংযমশীলদের জন্যই।”<sup>৩৯</sup>

আপনি স্বামীর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মজা করতে পারেন, এতে কোনো মানা নেই, আপনাদের কথোপকথনের সময় খুব অমায়িক ও ভদ্র থাকার চেষ্টা করবেন। এমন শব্দ ব্যবহার করবেন যা তার দিলকে নরম করে, তাকে আনন্দ দেয়, এবং তার উপর আপনার যে সকল অধিকার আছে তা সে বুঝে। এছাড়া, যতক্ষণ সে আপনার মৌলিক প্রয়োজন মিটাচ্ছে, অত্যাবশ্যক দায়িত্ব পালন করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াবী কিছু তার থেকে চাইবেন না। যখন সে আপনার সঙ্গতা উপভোগ করবে তখন সে নিজেই আপনার চাহিদা পূরণ করবে।

---

<sup>৩৬</sup> সূরা আনফাল : ৪৬।

<sup>৩৭</sup> সূরা ইউসুফ : ৯০।

<sup>৩৮</sup> সূরা আয-যুমার : ১০।

<sup>৩৯</sup> সূরা হুদ : ৪৯।



আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করি। আপনার জীবনসঙ্গীর ব্যবহার ও আচরণ সংশোধনে আল্লাহ আপনাকে সফল করুন, তার বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত করুন, এবং তাকে উত্তম আদর্শে সাজানোর তাওফিক দান করুন। আপনার অধিকারগুলো পূরণ করার ব্যবস্থা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ হলেন উত্তম পথপ্রদর্শক এবং একমাত্র দু'আ কবুল করী।

৪নং প্রশ্নঃ আমার স্বামী মাঝে মধ্যে খুব সামান্য বিষয়ে রেগে যান, তখন আমিও রেগে যাই, এবং তার সাথে তর্ক করে বসি। এতে তিনি আরো বেশি রাগান্বিত হন। এভাবে কয়েক ঘন্টা ধরে আমাদের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ চলতে থাকে। আমি এর সমাধান চাই। আমি কী করব শাইখ?

৪ নং উত্তরঃ বোন এই সমস্যায় শুধু আপনি একা নন, বহু নারী এই সমস্যার সাথে দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত করছে। সবসময় এই সমস্যা ছিল, কিন্তু বিশেষভাবে বর্তমান সময়ে এটা আরো প্রকট হয়েছে, কেননা কর্মময় জীবন এখন অনেক কঠিন ও জটিল। প্রতিদিন কর্মস্থানে তারা নতুন নতুন সমস্যার সন্মুখীন হয়, পুরো কর্ম সময় এভাবেই কাটায়, শেষে যখন তারা ঘরে ফিরে তখন সারাদিনের রাগ ও ক্ষোভ ছোট বিষয়ের উপর স্ত্রী এবং সন্তানের উপর বের করে। আমি স্বামীদের এমন কাজের সমর্থন করছি না, আমি শুধু কারণটা বলছি। যাইহোক, আমি মনে করি এর সমাধান হল যখন স্বামী রেগে থাকেন বা বাসায় ফেরার পর তার মেজাজ খিটখিটে মনে হলে যথাসম্ভব তার সাথে কোমল ব্যবহার করবেন, এবং যদি সে কোনো কারণে রেগে যান তাহলে আপনি রেগে না গিয়ে, তর্ক না করে, তাকে শুধু বলুন, “আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন”। হতে পারে এতেও তার রাগ কমবে না, কিন্তু আপনাকে আরো বেশি ধৈর্য ধরে নম্র আচরণ করতে হবে। “হ্যাঁ আমারই ভুল হয়েছে,” “আমি অবহেলা করেছিলাম”, ইত্যাদি বলে কৈফিয়ত দিন। ইনশা আল্লাহ কিছু সময় পরে, অথবা সর্বোচ্চ আধা ঘন্টা পর তার বিবেকবোধ জাগ্রত হবে, সে শান্ত হবে, তার অপরাধ বুঝবে এবং আপনার উত্তম আচরণের কথা মনে করবে। সে নিজের প্রতি লজ্জিত হবে এবং আপনাকে সম্মান করবে। এতে আপনার দাম্পত্যজীবন আরো শান্তিপূর্ণ হবে এবং নিরাপদ থাকবে।



## স্বামীরা তালাকের হুমকি দেয়!!

- সে ছোট বিষয়ে তালাকের হুমকি দিয়ে স্ত্রীকে ভয় দেখায়!!
- সাধারণ ভুল বুঝাবুঝিতে তালাকের হুমকি দেয়!!
- বাচ্চারা কান্নাকাটি করলে সে স্ত্রীকে তালাকের কথা বলে!!
- বাচ্চারা গ্লাস বা কাপ ভেঙ্গে ফেললে সে স্ত্রীকে তালাকের হুমকি দেয়!!
- তার শার্ট বা কাপড় খুঁজে না পেলে সে তালাকের ভীতিপ্রদর্শন করে!!

এটা হল তালাকের হুমকি দেয়ার একটি বিরল ও হাস্যকর ঘটনা-

জনৈক ব্যক্তি মুসলিম সেনাপতি আরশিদকে এই হাস্যকর ও বিরল ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাকে জানানো হয়েছিল একজন আরব ব্যক্তি একই দিনে ৫ জন মহিলাকে তালাক দিয়েছেন। তখন আরশিদ বলেন, ‘একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ ৪ জনকে বিয়ে করতে পারে, সে কী করে পাঁচ জনকে তালাক দিলো?’

লোকটি বললেন, “একজন আরব ব্যক্তি ছিল, তার ছিল চার জন স্ত্রী। একদিন সে বাসায় এসে দেখে, চার জন স্ত্রী একে অপরের সাথে তর্ক-বিতর্ক করছে। লোকটি অসুস্থ প্রকৃতির ছিল, সে নিজেকে নিজে বলল ‘আর কতক্ষণ ধরে এই ঝগড়া বিবাদ চলবে?’ সে চারজনের একজন স্ত্রীকে বলল, ‘তুমিই এই ঝগড়ার জন্য একমাত্র দায়ী’ এবং তাকে তালাক দিয়ে দিল। তার দ্বিতীয় স্ত্রী বলল, ‘তুমি তাকে অন্যায়ভাবে তালাক দিয়েছ, তুমি তাকে শাস্তি দিতে তাহলে তা ইনসাফ হত।’ তখন সে দ্বিতীয় স্ত্রীকে বলল, ‘আমি তোমাকেও তালাক দিলাম’। তৃতীয় স্ত্রী তাকে বলল ‘লানত পড়ুক তোমার উপর! আল্লাহর কসম! তারা তোমার সাথে খুব ভালো ব্যবহার করে এবং চরিত্রে তারা তোমার চাইতেও ভালো।’ তখন লোকটি বলল, ‘তোমাকেও তালাক দিলাম।’ এতে রেগে চতুর্থ স্ত্রী বলল, ‘তুমি স্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করতে জানো না, আমাদের মাঝে

শৃঙ্খলাও প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে, তুমি শুধু তালাক দিতে জানো।’  
লোকটি তখন বলল, ‘আমি তোমাকেও তালাক দিলাম।’

এই পুরো ঘটনাটি প্রতিবেশী এক মহিলা দাঁড়িয়ে শুনছিলেন, তখন তিনি ঘরে প্রবেশ করে বলেন, ‘আল্লাহর কসম! আরবরা এখানে শুধু তোমার দুর্বলতা দেখতে পাচ্ছে, একজনের আচরণ ও ব্যবহারে তার দুর্বলতা সহজেই বুঝা যায়। তুমি মাত্র কয়েক মিনিটে চারজন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলে!! লোকটি তখন বলল, ‘তোমাকেও তালাক দিলাম, যদি তোমার স্বামী আমাকে অনুমতি দেন।’ সাথে সাথে প্রতিবেশী মহিলাটির স্বামী বাহির থেকে আওয়াজ দিয়ে বলেন, ‘হ্যাঁ আমি অনুমতি দিলাম, আমি অনুমতি দিলাম।’

হে আমার বিবেকবান ভাই

আপনার বাসায় রাগ এবং হতাশাকে স্থান দিবেন না। অতি সাধারণ বিষয়ে স্ত্রীকে তালাকের হুমকি দিবেন না।

আপনার দাম্পত্যজীবনকে ভালোবাসাপূর্ণ, সঙ্গতি, পারস্পরিক বোঝাপড়া দিয়ে গড়ে তুলুন। পরস্পরকে সম্মান করুন। গ্রন্থের শেষে কিছু স্টোরি বর্ণনা করেছি, সেগুলো থেকে শিক্ষা নিন।

সবচে’ খারাপ বিষয় হয় তখন, যখন কোনো স্বামী তালাক দেয়ার জন্য আল্লাহর শপথ করে ফেলে। সাধারণ বিষয়ে তালাক দেয়ার কসম করা নিশ্চয় একটি বোকামী।

## স্ত্রী তাকে ছেড়ে না যাওয়ার জন্য স্বামীকে মিনতি করছে!

যখন স্বামী স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যায়, স্ত্রী তখন চিন্তায় পড়ে যায়। সে কী করবে? কিভাবে সব দায়িত্ব পালন করবে। সে তখন পরিবার নিয়ে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়। সে সন্তানদের জন্য খুব লজ্জাবোধ করে।



সে তার মনের তীব্র ভালোবাসার আবেগ সংযম করে, জীবনের সবচে' বড় যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা ভুলার চেষ্টা করে। ধুঁকে ধুঁকে মরে সে। যখন সন্তানরা তাদের পিতার কথা জিজ্ঞেস করবে তখন সে কী বলবে? সে কি তাদের মিথ্যা বলবে? সে কি নিজেকে প্রতারণিত করতে পারবে? সে হয়ে পড়বে উদ্বিগ্ন, চিন্তিত, দুর্দশাগ্রস্ত! সে বলবে—

“আমাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর না, সে আমায় ছেড়ে চলে গেছে।”

“সে গেছে, আমার অন্তরে আগুন লাগিয়ে গেছে।”

“আমাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না, আমি মর্মযন্ত্রণা অনুভব করছি, অন্তরের গভীরে বিষাদের স্বাদ পাচ্ছি।”

“আমাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না, যখন সে বিদায় নিলো আমি তার কথায় ধোঁকা ও প্রতারণার গন্ধ পাই।”

“সে বাচ্চাদের চোখে হাজারো প্রশ্ন রেখে গেছে, যার মিথ্যা উত্তর আমি দিচ্ছি।”

“সে চলে গেছে অন্য মেয়ের আলিঙ্গনে ঘুমানোর জন্য, যার উষ্ণতায় সে বাসার এবং বাচ্চাদের কথা ভুলে যাবে।”

## স্বামীদের প্রতি আমার আরশ

স্ত্রীদের বিষয়ে আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন। তাদের নিরাপত্তা দিন, এবং আল্লাহ আপনাদের উপর তাদের যা যা অধিকার রেখেছেন তা পরিপূর্ণভাবে আদায় করুন।

প্রিয় ভাই, আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি একটি গল্প বলি। গল্পটি হল একজন ব্যক্তির, যে হালাল পরিত্যাগ করে হারামের পিছনে ছুটেছিল। সে পুণ্য ছেঁড়ে পাপের দিকে ধাবিত হচ্ছিল।



একজন বিবাহিত ব্যক্তি ছিল, তার সন্তানও ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সে তার পুরাতন অভ্যাসে ডুবে থাকত। সে সব সময় তার ফাহসা ও আনন্দ ফুটি নিয়ে মেতে থাকত, তা হালাল পথে আসুক বা হারাম পথে সে কোনো পরওয়া করত না। সে তার দেশ থেকে পূর্ব এশিয়ার একটি দেশে ভ্রমণ করতে গিয়েছিল। সে ছিল ভরা যৌবনে থাকা এক টগবগে যুবক। এক সন্ধ্যায় ডান্স ক্লাবে সে একজন পতিতা ডান্সারের রুমে তার সাথে সাক্ষাৎ করল। যখন সে ঐ মেয়েকে স্পর্শ করতে যাবে তখনি মৃত্যুর ফেরেশতা তার জন্য সেখানে অপেক্ষা করছিল। মালাকুল মাউত তার রুহ কবজ করে নিল আর তার মৃতদেহ দেশে ফিরে এলো।

আমি আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও সুস্থাস্থ্যের দু'আ করি।

## পরিণাম

হে আমার ভাই, হে স্বামীগণ!

এই মেসেজের শেষে আমি আপনাদের কাছে কিছু নসিহত করতে চাই। যদি আপনারা তা মানেন তাহলে ইনশা আল্লাহ আপনাদের দাম্পত্যজীবন হবে প্রেম ও আনন্দময়।

১. ধর্ম হল কল্যানকামনা।

২. বিশ্বাসীদের মধ্যে সবচে' উত্তম হল সে, যার আখলাক সুন্দর। আর তোমাদের মধ্যে সবচে' উত্তম হল সে, যে তার স্ত্রীদের মাঝে উত্তম।

৩. কুপণতা থেকে সাবধান থাকুন।

৪. পুণ্য লাভের আশায় স্ত্রীদের জন্য যা খরচ করবেন তা সাদাকা হিসেবে লিপিবদ্ধ হবে।

৫. দাম্পত্যজীবনে সমস্যার কথা কাউকে জানানো উচিত নয়।

যেভাবে স্ত্রীর হৃদয় জয় করবেন

৬. স্ত্রীর আত্মীয়দের সাথে খারাপ ভাষা ব্যবহার করবেন না।
৭. স্ত্রীকে অপমান করবেন না।
৮. স্ত্রীর সামনে সবসময় হাঁসার চেষ্টা করুন।
৯. পরস্পরকে ভালোবাসুন, এবং শান্ত থাকুন।
১০. ইসলামিক নিয়ম অনুসারে সন্তানদের শিক্ষা দিন।
১১. বাজার, শপিং মলে যাওয়া কমিয়ে দিন।
১২. ছবি সম্বলিত কাপড় পরিধান করবেন না।
১৩. সন্তানদের জন্য অশালীন পোশাক কিনবেন না।
১৪. বাসায় পরিবার নিয়ে একটি তালিমের ব্যবস্থা করুন।
১৫. স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে সৎ থাকুন।
১৬. কারণ ছাড়া স্ত্রীকে মারবেন না।
১৭. স্ত্রীর জন্য নিজেকে সাজান।

## উত্তমের জন্য উত্তম ব্যতীত কি পুরস্কার থাকতে পারে?

আমার মুসলিম ভাই!

এমনটা নয় যে স্ত্রীর মন জয় করার জন্য স্ত্রীর উপর আপনার অধিকারগুলোকে বিসর্জন দিতে হবে, অথবা তার উপর আপনার অভিভাবকত্ব পরিত্যাগ করতে হবে। যদিও বহু মানুষ খুব শক্তভাবে স্ত্রীর উপর অভিভাবকত্বের অধিকার খাটায়, আবার অনেকে এই দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে। উদাহরণস্বরূপ, এক ব্যক্তি গাড়ি কিনতে

চাইলে, বা ফার্নিচার অথবা বাসার কালারের পরিবর্তন করতে চাইলে তার স্ত্রীর পরামর্শ নেয় এবং তার পছন্দকে গুরুত্ব দেয়। অন্যদিকে আরেকজন ব্যক্তি ঘরের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়েও স্ত্রীদের মতামত নেয় না। যাইহোক, এক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই মধ্যমপন্থা অনুসরণ করতে হবে। আমরা সর্বক্ষেত্রে হলাম মধ্যমপন্থী উম্মাহ।

আমি দু'আ করি। হে আল্লাহ, প্রত্যেক মুসলিমের দুনিয়া ও আখিরাত সুন্দর এবং আনন্দময় করে দিন। নিশ্চয় আপনি হলেন সরল পথের পথ প্রদর্শক।

## প্রকাশকের পক্ষ থেকে একটি বার্তা

প্রিয় ভাইগণ! আপনারা যারা দুনিয়া ও আখিরাতে নিজের এবং পরিবারের জন্য সুখ, শান্তি ও কল্যাণ কামনা করেন, তাদের উচিত উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের অনুসরণ করা। তারা হলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ এবং তাদের পরবর্তী সালাফগণ। রাসুলের অনুসরণে, ইসলাম দিয়ে জীবন সাজাতে এবং আল্লাহকে স্মরণে তারা ছিলেন সবচে' অগ্রগামী।

তাই গ্রন্থের শেষে আমরা সাহাবা এবং সালাফগণের কিছু প্রামাণিক স্টোরি আলোচনা করব। আশা করি এই সব গল্প থেকে আমরা শিক্ষা নিয়ে জীবনকে সুন্দর করে সাজাবো ইনশা আল্লাহ।



## সালাফদের কিছু শিক্ষণীয় গল্প<sup>৪০</sup>

ইবরাহিম ইবনে আদলিয়ানি রহিমাহুল্লাহ'র নিকট এক ব্যক্তি এসে বলেন, “হে আবু ইসহাক! আমি নিজ সত্তার উপর যুলুম করেছি (অর্থাৎ পাপ করেছি)। আমাকে কিছু নসিহত করুন, যা আমাকে গুনাহ থেকে দূরে রাখবে এবং অন্তরকে প্রশান্ত করবে”। ইবরাহিম তাকে বলেন, “যদি তুমি ৫ টি কাজ করো এবং এতে দৃঢ় ও অটল থাকো, তাহলে কোনো কিছু তোমার ক্ষতি করতে পারবে না, গুনাহের আনন্দ তোমাকে ধ্বংস করতে পারবে না।

১. যদি তুমি আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার ইচ্ছা রাখো, তাহলে আল্লাহর রিযিকের কোনো কিছু তুমি খাবে না। যে হাত তোমাকে খাবার দেয়, তুমি কী করে ঐ হাতে কামড় দিতে পারো?

২. যদি তুমি আল্লাহর অবাধ্য হতে চাও, তাহলে আল্লাহর মালিকানাধীন কোনো স্থানে তুমি বসবাস করবে না। কী করে তুমি যার খাবার খাও, যার ঘরে থাকো তার অবাধ্য হবে?

৩. তাও যদি তুমি অকৃতজ্ঞ থাকো, এবং আল্লাহর অবাধ্য হতে চাও, তাহলে এমন স্থানে অবাধ্য হও যেখানে আল্লাহ তোমায় দেখতে পাবেন না। আল্লাহ তোমায় দেখছেন এমন অবস্থায় তুমি কী করে পাপ কাজ করতে পারো?

৪. যখন মালাকুল মাউত আসবে, তখন তুমি তাকে বলবে—আমার রূহ কবজ করার পূর্বে আমাকে কিছু সময় দিন, যাতে করে আমি তাওবা করতে পারি এবং আমলে সালাহ (নেক আমল) করতে পারি। মালাকুল মাউত তোমার কথা শুনবে না, তিনি তৎক্ষণাৎ তোমার রূহ কবজ করে তোমাকে বারযাখের (কবরের) জীবনে নিয়ে যাবে। কীভাবে তুমি পালানোর আশা করো?

---

<sup>৪০</sup> এই পুরো অধ্যায়টি নেয়া হয়েছে Sincere Repentance, Al-Firdous Ltd, ১৯৯৫ গ্রন্থের নবম অধ্যায় থেকে।

৫. যখন জাহান্নামের ফেরেশতা তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে আসবে, তখন তুমি তাদের অনুসরণ করবে না, তাদের সাথে যাবে না। আচ্ছা যদি তুমি তাদের প্রতিহত করতে না পারো তাহলে কিভাবে নিজেকে বাচানোর আশা রাখো।

এসব শুনে ব্যক্তিটি বললেন, “থামো, থামো ইবরাহিম। আমি বুঝেছি, আমি এখনই তাওবা করছি।” এরপর ঐ ব্যক্তি ইবরাহিমের সাথেই রয়ে গেলেন, যতক্ষণ না মৃত্যু তাদের পৃথক করল।<sup>৪১</sup>

\*\*\*\*\*

ফুযাইল ইবনে আয়াদ রহিমাহুল্লাহ হেদায়েত পাওয়ার আগে ডাকাত ছিলেন। মুসাফিরদের কাফেলায় তিনি ডাকাতি করতেন। তিনি একজন যুবতি মেয়েকে অত্যাধিক ভালোবাসতেন। এক রাতে তিনি ঐ যুবতির বাসার দেয়াল টপকে ভিতরে ঢুকার চেষ্টা করছিলেন, তখন তিনি একজনকে সুরা হাদিদের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনতে পান-

“যারা মুমিন, তাদের জন্যে কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি?”<sup>৪২</sup>

এই আয়াতটি শোনে তার অন্তরে এত প্রভাব পড়ে যে, তিনি সাথে সাথে তাওবা করেন এবং সারা রাত নিকটস্থ একটি পরিত্যক্ত স্থানে কাটিয়ে দেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি মুসাফিরদের কথার আওয়াজ শুনতে পান—“সাবধান, সাবধান! সম্ভবত ফুযাইল তোমাদের সামনে আছে। সে তোমাদের লুটে নিবে!”। ফুযাইল তখন চিৎকার করে বললেন, “ফুযাইল তাওবা করেছে!” তিনি মুসাফিরদের নিরাপদে ভ্রমণের আশ্বাস দেন। ফুযাইল ইবনে আয়াদ রহিমাহুল্লাহ পরে মুসলিম উম্মাহর

<sup>৪১</sup> মুয়াকিফ মুশরিকাহ ফি হায়াতিস সালাফ : ১৫।

<sup>৪২</sup> সুরা হাদিদ : ১৬।



একজন চেতনার বাতিঘরে পরিণত হন, তার শিক্ষাগুলো আজও জীবিত রয়েছে।<sup>৪৩</sup>

\*\*\*\*\*

এক দুঃস্বপ্ন ইসলামের মহান মনিষী মালিক ইবনু দিনারকে তাওবার কাছে নিয়ে আসে, তার জীবন বদলে দেয়।

মালিক ইবনু দিনার রহিমাহুল্লাহকে তার ফিরে আসার কথা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন—

আমি ছিলাম পুলিশের লোক এবং মদ্যপায়ী। আমার এক দাসী ছিল, যে আমার সাথে খুব ভালো আচরণ করতো। তার গর্ভে আমার এক মেয়ের জন্ম হয়, মেয়ের প্রতি ছিল আমার তীব্র অনুরাগ। যখন সে হাঁটতে শিখলো তখন তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসা আরো বেড়ে যায়। আমি মদ খেতে গেলে সে এসে মদের গ্লাস ধরে টান দিত, এতে সব আমার কাপড়ের উপর গড়িয়ে পড়ত। যখন তার বয়স দুই বছর, তখন সে মারা যায়। আমি অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়েছিলাম।

ঐ বছরের ১৫ই শা'বানের দিন ছিল শুক্রবার। আমি মাতাল অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লাম, জুমার সালাতও পড়িনি। ঘুমে আমি স্বপ্নে দেখলাম কিয়ামত এসে গেছে, শিংগায় ফুঁ দেয়া হয়েছে, কবরগুলোর পুনরুত্থান ঘটেছে। আরো দেখলাম মানুষদের একত্রিত করা হলো। আমিও ছিলাম তাদের মাঝে। পিছন থেকে আমি হিস হিস শব্দ শুনতে পেলাম। পিছনে ঘুরে দেখি একটি নীল-কালো রঙের বিশাল সাপ আমার দিকে তেড়ে আসছে। আমি ভয়ে আতংকে প্রাণপণে দৌড়াতে লাগলাম। দৌড়াতে দৌড়াতে আমি একজন বুড়ো মানুষকে দেখতে পেলাম। তার পরনে ছিল সুন্দর পোশাক, গায়ে সুগন্ধি। আমি তাকে সালাম দিয়ে সাহায্য চাইলাম। এতে তিনি কেঁদে ফেলেন, এবং বললেন, তিনি অনেক দুর্বল, আর সাপটি তার চাইতে অনেক বেশী শক্তিশালী। তিনি আমাকে দৌড়াতে থাকতে বললেন, এই আশায় হয়তো সামনে এমন কাউকে পাব যে

---

<sup>৪৩</sup> মুয়াকিফ মুশরিকাহ ফি হায়াতিস সালাফ : ২৪।



আমাকে সাহায্য করতে পারবে। আমি দৌড়াচ্ছিলাম, একটা উঁচু জায়গায় পৌঁছে গেলাম। হঠাৎ করে দেখি আমি আগুনের উপত্যকার শীর্ষে বসে আছি। আগুন দেখে এতটা ভয় হচ্ছিল যে, মনে হলো আমি এই তো আগুনে পড়েই যাচ্ছি। তখন আমি একজনের আওয়াজ শুনতে পাই। কেউ চিৎকার করে বলছিল, “এখান থেকে চলে যাও, এটা তোমার স্থান নয়,” চিৎকার শুনে আমি কিছুটা সাহস ফিরে পাই। আমি দৌড়ানো বন্ধ না করে আরো দৌড়াতে লাগলাম। সাপটি তখন আমার পায়ের গোড়ালির সাথে ছিল। আমি সেই বুড়োকে আবার দেখতে পাই, তাকে আবার আমি সাহায্য করতে বলি। তিনি আগের মত করে কান্না করে বলেন, তিনি দুর্বল, সাপ তার চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী, তিনি কোনো সাহায্য করতে পারবেন না। এরপর তিনি আমাকে একটি পাহাড় দেখিয়ে দিয়ে বলেন, আমি সেখানে হয়তো নিজের জমানো এমন কিছু পাবো, যা আমাকে সাহায্য করতে পারবে। আমি পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, এটি ছিল বৃত্তাকার এবং পুরো পাহাড়টি তৈরি ছিল রূপা দিয়ে। পাহাড়ে ছিল অনেকগুলো ছিদ্র করা জানালা ও তাতে ঝুলছিল পর্দা। প্রতিটি জানালায় ছিল দুইটা সোনার কপাট। প্রতিটা কপাটে ছিল রেশমী পর্দা। আমি দ্রুত সেই পাহাড়ের দিকে দৌড়ে গেলাম। একজন ফেরেশতা বলে উঠলেন, “পর্দা উঠাও। কপাট খুলে দেখো। হয়তো এখানে এই দুর্দশাগ্রস্ত মানুষটির কোন সঞ্চয় আছে, যা তাকে সাহায্য করবে।” আমি তখন অনেকগুলো ছোট শিশুকে দেখতে পেলাম, যাদের চেহারা জানালার ফাঁক দিয়ে ছোট চাঁদের মত উকি দিচ্ছে। তখন তাদের একজন বলে উঠল, ‘তোমাদের কি হলো? জলদি আসো, তাঁর শত্রু তাঁকে প্রায় ধরে ফেলেছে।’

তারা এগিয়ে এলো এবং তাদের জানালার ফাঁক দিয়ে উকি দিয়ে তাকালো। তাঁরা সংখ্যায় শত শত। আমি তখন আমার মৃত মেয়েটির চেহারা দেখতে পেলাম। সেও আমাকে দেখতে পেল, দেখতে পেয়ে সে কান্না করল। এবং বলল, “আল্লাহর কসম! তিনি আমার বাবা,” এরপর সে জানালা দিয়ে এত দ্রুত বেরিয়ে নূরের পুকুরে লাফ দিল, ঠিক যেন ধনুক থেকে বের হওয়া তীর। তারপর সে আমার সামনে এলো, এবং আমার দিকে তাঁর হাত বাড়ালো। আমি তাঁর হাত আঁকড়ে ধরে রুলে

রইলাম। সে তাঁর আরেকটি হাত দিয়ে সাপটিকে তাড়িয়ে দিল। এরপর সে আমাকে বসালো। আমার কোলের উপর বসে আমার দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললো, ‘আব্বা! যারা মুমিন তাদের জন্য কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তার কারণে হৃদয় বিগলিত হবার সময় আসেনি?’

আমি কাঁদতে শুরু করলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম সে কোথা থেকে কুরআন শিখলো। সে বললো এখানকার শিশুরা পৃথিবীতে যা জানতো তাঁর চাইতে বেশী জানে। আমি তখন আমার পিছনে আসা সাপ সম্পর্কে জানতে চাইলাম। সে জানালো, সেটি হলো আমার খারাপ আমল, যা আমাকে দোষখে নিয়ে যেত। আমি তখন সেই বুড়ো লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আমার মেয়ে বললো, সে হলো আমার ভালো আমল, যা এত দুর্বল যে আমাকে সাপটি থেকে রক্ষা করতে পারলো না। আমি এরপর জানতে চাইলাম, তাঁরা (শিশুরা) পাহাড়ের ভিতরে কি করছে? সে জানালো, এরা সবাই হলো মুসলিমদের মৃত সন্তান। এরা তাদের বাবা-মায়ের সাথে দেখা হবার জন্য অপেক্ষা করছে। তাঁরা কিয়ামতের দিন তাদের বাবা মায়ের জন্য শাফায়াত করবে। মালিক ইবনু দিনার বলেন, আমি আতংকে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। আমি আমার মদের সব বোতল ভেঙ্গে ফেললাম, আর আল্লাহর কাছে তাওবা করলাম। এই হচ্ছে আমার তাওবার কাহিনী।<sup>৪৪</sup>

\*\*\*\*\*

মালিক ইবনু দিনার রহিমাহুল্লাহ’র আরেকটি ঘটনা বলি।

একবার তিনি বসরা শহরের এক গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তিনি সেখানে এক রাজকীয় দাসীকে দেখতে পান। দাসীটি ঘোড়ায় বসে ছিল, তার পাশে ছিল কয়েকজন গোলাম। মালিক দাসীকে লক্ষ্য করে বলেন, “হে দাসী! তোমার মুনিব কী তোমাকে বিক্রি করবে?”

‘এই বৃদ্ধ মানুষ আমাকে কিনবে?’ সে বলল।

<sup>৪৪</sup> মুয়াকিফ মুশরিকাহ ফি হায়াতিস সালাফ : ৪৯।



‘তোমার মুনিব কি তোমাকে বিক্রি করবে?’ মালিক আবারো জিজ্ঞেস করলেন।

‘যদি তিনি করেন, আমাকে কেনার মত আপনার সামর্থ্য আছে?’ মেয়েটির জবাব।

‘অবশ্যই আছে! তোমার চাইতে ভালোকে কেনার মত আমার সামর্থ্য আছে।’

সে হাসলো, এবং তার সেবককে বলল, মালিক ইবনু দিনারকে তার বাসায় নিয়ে আসতে। প্রাসাদে এসে দাসী তার মুনিবকে সব কথা জানালো, শুনে তিনিও হাসলেন, এবং মালিককে দেখতে চাইলেন। মালিককে তার সামনে আনা হল, মালিককে দেখেই মুনিব তার প্রতি কিছুটা প্রভাবিত হলেন।

‘তুমি কী চাও?’ মুনিব মালিককে জিজ্ঞেস করলেন।

‘আপনার দাসীকে আমি কিনতে চাই,’ মালিক জানালো।

‘তাকে কেনার মত তোমার সামর্থ্য আছে কি?’

‘সে আমার নিকট নষ্ট হয়ে যাওয়া দুটি খেজুরের বিটির চেয়ে অধিক মূল্যবান নয়।’

রুমে উপস্থিতি সকলে মালিকের এমন কথায় হেসে ফেটে পড়ল।

‘কিভাবে তার মূল্য এত কম হতে পারে!’ মালিককে ব্যঙ্গ করে সকলে এমন প্রশ্ন করল।

মালিক বললেন, ‘কারণ তার মধ্যে অনেক ত্রুটি রয়েছে, তাই তার মূল্য অনেক কম।’

‘কী রকম ত্রুটির কথা তুমি বলছ?’



‘যদি সে পারফিউম ব্যবহার না করে তাহলে তার শরীর থেকে ঘামের দুর্গন্ধ আসবে।’ মালিক বলতে লাগলেন—‘যদি সে নিয়মিত দাঁত ব্রাশ না করে তাহলে তা নোংরা ও বিস্ত্রী দেখাবে। যদি সে চুলের পরিচর্যা না করে তাহলে তা উষ্ণখুষ্ণ হয়ে যাবে। যদি সে আরো কিছু বছর বেঁচে থাকে তাহলে সে বৃদ্ধা মানুষে পরিণত হবে, এতে তার ত্বকে ভাঁজ এসে যাবে। তার রক্তশ্রাব হয়, সে মূত্রত্যাগ করে, তার রয়েছে আরো অনেক দ্রুটি।

সম্ভবত, সে শুধু নিজ স্বার্থে আপনাকে পছন্দ করে। হয়তো সে আপনার প্রতি বিশ্বস্তও নয়, যদি আপনি তার পূর্বে মারা যান, তাহলে সে আপনার মত অন্য কাউকে খুঁজে নিবে এবং পছন্দ করবে।

আপনি যে মূল্য চাচ্ছেন তার চাইতে কমে আমি অনেক ভালো দাসী কিনতে পারি। আমি এমন দাসীর কথা বলছি, যাকে বানানো হয়েছে বিশুদ্ধ কর্পূর দিয়ে; যদি সে তার মুখের লাল লবণাক্ত ও তিতা পানিতে মিশিয়ে দেয় তাহলে তা মিষ্টি হয়ে যাবে; যদি সে কোনো মৃত ব্যক্তির সাথে কথা বলে তাহলে তার কণ্ঠের সুরে মৃত ব্যক্তিও জিন্দা হয়ে যাবে; যদি সে সূর্যের দিকে ইশারা করে, সূর্য তার আলো হারিয়ে ফেলবে; যদি সে রাতে উপস্থিত হয়, তাহলে রাত আলোকময় হয়ে উঠবে; যদি সে তার কাপড় ও জুয়েলারি এবং সাজ সজ্জার সাথে দিগন্তে উঁকি দেয়, তাহলে পুরো দিগন্ত জুড়ে সেই অবস্থান করবে। সে হল এমন দাসী, যাকে কস্তুরি এবং জাফরানের মাঝে প্রতিপালন করা হয়েছে; যে বড় হয়েছে সুন্দর বাগানে, এবং তাসনিমের পানির (জান্নাতের পানির) দ্বারা দুধ পান করেছে। সে সর্বদা আনুগত্য করবে, এবং তার ভালোবাসা কখনো শেষ হবে না। বলুন, এদের মধ্যে কোন দাসীর মূল্য অধিক হওয়া উচিত?’

মুনিব বললেন, ‘অবশ্যই আপনি যার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর।’

‘তাহলে জেনে রাখুন তাকে পাওয়া অনেক সহজ।’ মালিক বললেন।

‘তাঁর মূল্য কত? আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন।’

‘অতি অল্প। রাতের কিছু সময় জেগে থেকে মনোযোগের সাথে দুই রাকাত সালাত পড়ুন। যখন আপনার কাছে খাদ্য আনা হয় তখন ক্ষুধার্ত মানুষের কথা চিন্তা করুন, এবং আপনার খাবারের মধ্য থেকে কিছু তাদের দান করুন। চলাচলের পথে পাথর এবং ক্ষতিকারক বস্তু দেখলে তা সরিয়ে ফেলুন। আপনার বাকি জীবনে শুধু মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে খরচ করুন। দুনিয়ার সকল চিন্তা ফিকির পরিত্যাগ করুন, যাতে আজ আপনি একজন সংযমী ও মিতব্যয়ীর সম্মান পেতে পারেন, এবং কাল আপনি জান্নাতে মর্যাদার সাথে এবং প্রশান্তিতে বসবাস করতে পারেন।’

মুনিব দাসীর দিকে মাথা ঘুরালেন, এবং বললেন, ‘হে দাসী! তুমি কি আমাদের এই বৃদ্ধ ব্যক্তির কথা শুনেছ?’

‘হ্যাঁ, শুনেছি।’ সে বলল।

‘তিনি কি সত্যি কথা বলেছেন, নাকি শুধু বানোয়াট গল্প শুনালেন?’

‘না, তিনি সত্য বলেছেন। তিনি খুব উত্তম উপদেশ দিয়েছেন।’

অতঃপর, মুনিব বলেন, ‘যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে আমি আল্লাহর জন্য তোমাকে মুক্ত করে দিলাম, এবং অমুক অমুক সম্পত্তি তোমাকে দিলাম। আমার পাশে যে সব গোলামরা আছো আমি তোমাদেরও আজাদ করে দিলাম, তোমরা অমুক এবং অমুক সম্পদ নিয়ে নাও। আমার এই প্রাসাদ এবং আমার সব কিছু আল্লাহর রাস্তায় আমি দান করে দিলাম।’

এরপর তিনি ঘরের একটি পর্দা ছিড়ে সেটা গায়ে দিলেন এবং নিজের মূল্যবান পরিধান খুলে ফেলে দিলেন। দাসী অনুরোধ করে বলল, ‘আমার মুনিব। আপনার ছাড়া আমার কোনো জীবন নেই।’ তখন সেও তাঁর পরিধান খুলে জীর্ণশীর্ণ পোশাক পড়ে নিল। মালিক তাদের



দেখলেন, তারা এক পথ ধরে চলে গেল, মালিক অন্য পথ ধরে চলে এলেন।<sup>৪৫</sup>

\*\*\*\*\*

সুলাইমান ইবনু খালিদ বলেন, একজন বৃদ্ধার একটি তরুণী দাসী ছিল। যার কথা খলিফা হিশাম ইবনু আবদুল মালিকের নিকট একবার বলা হয়। ঐ তরুণী তাঁর সৌন্দর্য, উত্তম চরিত্র, কুর'আন তিলাওয়াত ও কাব্য প্রতিভার জন্য বিখ্যাত ছিল। হিশাম তার কথা শোনার পরে কুফার গভর্নরের নিকট চিঠি পাঠান। তাতে লিখেন, ঐ বৃদ্ধা তরুণী দাসীকে বিক্রির জন্য যত টাকা চাইবে তাকে তা দিয়ে দিতে, এবং দাসীকে সহি সালামতে তার কাছে হাজির করতে। তরুণীর জন্য খলিফা একজন গোলামও পাঠিয়ে দেন।

গভর্নর চিঠি পেয়ে ঐ বৃদ্ধার কাছে দাসী কেনার পস্তাব করল। বৃদ্ধা দাসীকে দুই হাজার দিরহাম এবং একটি খেজুরের বাগানের (যেখানে প্রতিবছর পাঁচশ মিসকাল খেজুর উৎপন্ন হয়) বিনিময়ে দাসীকে বিক্রির কথা বলেন। গভর্নর দাসীকে কিনে রাজকীয় পোশাক পড়িয়ে হিশামের নিকট পাঠিয়ে দেন। হিশাম তাকে নিজের রুমে স্থান দেয়। তাঁর জন্য সেবিকা নির্ধারণ করেন। তাকে অতি মূল্যবান গহনা এবং পোশাক উপহার দেন।

একদিন হিশাম তরুণীর সাথে তার বিলাসবহুল ব্যালকনিতে বসে ছিলেন। সেখানে তাকিয়া রাখা ছিল, সুন্দর খুশবু পরিবেশ মাতাচ্ছিল। তরুণী তখন হিশামকে কিছু কৌতূহলপূর্ণ গল্প শুনাচ্ছিল এবং কবিতা আবৃত্তি করছিল। এমন সময় হিশাম কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। হিশাম ব্যালকনি থেকে দেখলেন কিছু লোক একটি জানাজা নিয়ে যাচ্ছে। তাদের পিছনে কিছু মহিলার গ্রুপ ছিল, তারা কেঁদে কেঁদে শোক প্রকাশ করছিল। শোকগীতি গাইছিল। তাদের একজনের আওয়াজ ছিল অনেক উঁচু, সে বলছিল—

<sup>৪৫</sup> কিতাবুত তাইবিন মিনাল মুবুক ওয়াস সালাতিন : ১৪।

‘হে তুমি, যাকে জানাযার খাটে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; তুমি, যাকে মৃত্যুর নগরীতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; তুমি, তোমাকে কবরে নিঃসঙ্গ একা রেখে দেয়া হবে এবং তুমি অপরিচিত অবস্থায় সেখানে থাকবে। হে তুমি! যাকে বহন করা হচ্ছে। আমি তো জানি না, তুমি কি বলছ। হয়তো তুমি তোমার লাশ বহনকারীদের দ্রুত চলতে বলছ, অথবা হয়তো তুমি জিঞ্জের করছ, তোমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আবার কখনো ফিরিয়ে আনা হবে।’

শোকগাথা শুনে হিশাম কাঁদতে লাগলেন, তিনি সকল বিলাসবহুলতা ত্যাগ করলেন, এবং বললেন, ‘ফিরে আসার জন্য মৃত্যুই হল একটি বড় উপদেশ।’

গাদিদ (তরুণী দাসী) বলল, ‘এই বিলাপকারী আমার হৃদয় ভেঙ্গে ফেলেছে।’

এরপর হিশাম গোলামকে ডাক দেন এবং ব্যালকনি থেকে নেমে প্রস্থান করেন। গাদিদ সেখানেই বসে রয়ে গেল। রাতে সে একটি স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে এক লোক তাকে এসে বলে—

‘তোমার সৌন্দর্যের জন্য মানুষ তোমার প্রশংসা করে, তোমার আকর্ষণীয় রূপ দেখিয়ে তুমি মানুষকে আকৃষ্ট কর। তুমি ভেবে দেখেছ, যখন শেষ ঘণ্টা বেজে উঠবে, শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, আর সকলকে জড়ো করা হবে হাশরের ময়দানে, তখন তোমার কী অবস্থা হবে?’ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে গাদিদ ঘুম থেকে জেগে উঠে। নিজেকে শান্ত করার জন্য কিছু পান করে। আর তার সেবিকাকে আওয়াজ দিয়ে ডেকে আনে। তার গোসলের ব্যবস্থা করতে বলে। গোসলের পর তার পরনে থাকা সকল গহনা এবং দামী পোশাক খুলে ফেলে, মোটা জালাবিয়া (মেয়েদের সাধারণ পোশাক) পড়ে নেয়। সে খুব দ্রুত একটি ব্যাগে কিছু সামান্য ভরে নেয় এবং হিশামের কামরায় প্রবেশ করে। তার সাধাসিধে পোশাক, সাজ-সজ্জাহীন মুখ দেখে হিশাম প্রথমে চিনতে পারেননি। ‘আমি গাদিদ,’ সে বলল। ‘একজন সতর্ককারী আমার কাছে এসেছিল, তার ওয়ার্নিং আমাকে ভীষণভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে। আপনি আমাকে



নিয়ে আপনার মনোবাসনা পূর্ণ করেছেন, আমাকে নিয়ে আনন্দ ও উপভোগ করেছেন। এখন আমি আপনার কাছে এসেছি, আপনার কাছে অনুরোধ করছি, আমাকে এই দুনিয়ার গোলামী থেকে আজাদ করুন।’

‘ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির মাঝে আনন্দের পার্থক্য রয়েছে। তুমি তোমার আনন্দ খুঁজে পেয়েছো। তুমি এখন যেখানে ইচ্ছে যেতে পারো, আল্লাহর জন্য আমি তোমাকে আজাদ করে দিলাম। আচ্ছা তুমি কোথায় যেতে চাও?’- হিশাম বলেন।

‘আমি আল্লাহর ঘর দেখতে চাই’- সে বলল।

‘যাও’- হিশাম জবাবে বলেন। ‘কেউ তোমার পথ আটকাবে না।’

সে শহর ছেড়ে মক্কায় চলে আসে। দিনের বেলায় সে সিয়াম পালন করত, এবং সারা দিন তার আবাসে লুকিয়ে থাকত। রাতের বেলায় বের হয়ে সে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করত, এবং বলত-

‘হে আমার রব! আপনি আমার রিযিক দাতা। আমার আশা আমার থেকে ছিনিয়ে নিবেন না; আমার ইচ্ছা পূরণ করুন; আমার ফিরে আসাকে সুন্দর করে দিন, এবং আমাকে পুরস্কার দিতে কার্পণ্য করবেন না।’ সে একসময় প্রখ্যাত হয়ে উঠে, এবং ইবাদতরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এই ক্ষণস্থায়ী জীবন ত্যাগ করে।<sup>৪৬</sup>

\*\*\*\*\*

ইবরাহিম ইবনু আদাম রহিমাহুল্লাহ আল্লাহর একজন ওলি ছিলেন। তিনি সারা জীবন আল্লাহর সন্ধান এবং আল্লাহর বিধানের অনুসরণে কাটিয়ে দেন। একবার তাঁর অনুসারী ইবরাহিম ইবনে বাশশার আল্লাহর সন্ধানের এই যাত্রা তিনি কিভাবে শুরু করেছিলেন তা জিজ্ঞেস করেন। তখন ইবরাহিম বলেন-

<sup>৪৬</sup> কিতাবুত তাইবিন মিনাল মুবুক ওয়াস সালাতিন : ২২।

‘আমার পিতা বলখ রাজ্যের রাজা ছিলেন। আমরা শিকার করতে ভালোবাসতাম। একদিন আমি শিকারের উদ্দেশ্যে ঘোড়ায় চড়ে বের হয়েছিলাম। সাথে আমার শিকারি কুকুরও ছিল। পথে একটি শিয়াল আমার ঘোড়ার উপর আক্রমণ করে বসল। তখন আমি আমার পিছন থেকে একটি শব্দ শুনতে পাই। কেউ বলছে-

“তোমাকে এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়নি; আর তোমাকে শিকার করার খেল তামাশার আদেশও দেয়া হয়নি।”

আমি আমার সামনে নজর দিই, ডানে বামে দেখি, কিন্তু কাউকে দেখতে পাইনি। আমি শয়তানকে অভিশাপ দিলাম এবং সামনে এগোতে লাগলাম। তখন আবার আমার ঘোড়া নড়তে লাগলো এবং আমি একই ধরনের আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি আবারো চারদিকে তাকালাম, কাউকে দেখতে পাইনি। আমি আবার শয়তানকে অভিশাপ দিয়ে সামনে এগোই। কিন্তু আমার ঘোড়ার ঝাঁকুনি বন্ধ হয় নি, তখন আমি আমার নিচ থেকে একই আওয়াজ শুনতে পাই। এবার কেউ আমার নাম ধরে বলছে,

“হে ইবরাহিম! তোমাকে এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়নি; আর তোমাকে শিকার করার খেল তামাশার আদেশও দেয়া হয়নি।”

আমি থেমে যাই, এখন আমি বুঝতে পারি যে, আল্লাহর পক্ষ হতে একজন সতর্ককারী আমাকে এই সব খেল তামাশা থেকে জাগিয়ে দিতে আমার নিকট এসেছে। আমি ঐ দিন শপথ করি যে, আমি আর কখনো আল্লাহর আদেশ অমান্য করব না। পরে আমি পরিবারের নিকট ফিরে আসি।

আমি আমার বাবার একজন মেঘপালকের কাছে যাই, এবং তার লম্বা মোটা জামা ও একটি কম্বল নিয়ে আমার জামা তাকে দিয়ে দিই। তারপর আমি বের হয়ে পড়ি। পাহাড় পাড়ি দিই। দীর্ঘ পথ হেঁটে ইরাকে পৌঁছাই। ইরাকে আমি কয়েকদিনের জন্য একটি কাজ করেছিলাম, কিন্তু তার উপার্জন সম্পর্কে আমার মনে সন্দেহ হওয়ায় আমি তা ছেঁড়ে দিই। একজন আলেমকে আমি এই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি, তিনি আমাকে



সিরিয়া যেতে বলেন। আমি সিরিয়ার পথ ধরি, সেখানের একটি শহর যা আল-মানসুরা নামে পরিচিত সেখানে পৌঁছি। একটি জব করা শুরু করি, কিন্তু এখানেও উপার্জনের পবিত্রতা নিয়ে আমার মনে সন্দেহ বাধে। আরেকজন আলেম আমাকে তারসুস যাওয়ার নসিহত করেন। তিনি বলেন, সেখানে একদম পবিত্র উপার্জন করার ব্যবস্থা হতে পারে। আমি সেখানে যাই, তখন এক ব্যক্তি আমাকে তার ফল বাগানের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিযুক্ত করেন। বাগানের পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ ছিল আমার দায়িত্ব।

দীর্ঘদিন আমি সেখানে পুরোপুরি একজন গ্রাম্য মালী হিসেবে কাজ করছিলাম, একদিন এক লোক তার বন্ধুবান্ধব সাথে নিয়ে বাগানে এলেন, এবং ‘ওই মালী!’ বলে চিৎকার করে আমাকে ডাকেন। আমি তার কাছে যাই, সে আমাকে কিছু বড় এবং মিষ্টি ডালিম আনতে বলে। আমি বাগান থেকে খুঁজে বড় ডালিম নিয়ে যাই। সে তা কেটে ডালিমের স্বাদ নেয়, এবং বুঝতে পারে ডালিমটি অনেক টক। তারপর চিৎকার করে আমাকে বলেন, ‘মালী! তুমি আমাদের এই ফল বাগানে দীর্ঘ দিন ধরে আছ, আমার ফল খাচ্ছ, কিন্তু তবুও তুমি মিষ্টি ও টক ডালিমের পার্থক্য জানো না। এটাও জানো না কোন গাছের ডালিম বেশি ভালো হয়।’ আমি তাকে বললাম, আমি দায়িত্ব নেয়ার সময় থেকে এখন পর্যন্ত আপনার বাগানের ফল খাইনি। ওই লোক তার সাথীদের উদ্দেশ্য করে বলে, ‘তোমার কি তার কথা শুনেছো? এখানে ইবরাহিম ইবনু আদহাম থাকলে তিনিও এমনিই বলতেন। সে মসজিদে যায় এবং আমার সম্পর্কে মসজিদে আলোচনা করে। ওখানে একজন আমাকে চিনতে পারলো, তারা ফল বাগানে ফিরে আসে, সাথে নিয়ে আসে অনেক মানুষদের। আমি তা দেখে একটি গাছের পিছনে লুকিয়ে পড়ি। সুযোগ পাওয়া মাত্র আমি সেখানে থেকে পালিয়ে যাই। এটাই ছিল আল্লাহর সন্ধানে বের হওয়ার সূচনা। তখন আমি তারসুস থেকে বের হয়ে মরুভূমির পথ ধরি।<sup>৪৭</sup>

\*\*\*\*\*

<sup>৪৭</sup> কিতাবুত তাইবিন মিনাল মুবুক ওয়াস সালাতিন : ২৯।

আব্দুল্লাহ ইবনু ফারাজ রহিমাল্লাহ বলেন, বাসায় টুকিটাকি মেরামত কাজের জন্য একবার তার একজন মেরামতকারীর প্রয়োজন পড়ে। যাকে দিয়ে তিনি সারাদিন কাজ করিয়ে মজুরি দিবেন। এমন লোক খুঁজতে তিনি বাজারে যান। সেখানে তিনি মলিন মুখ ওয়ালা একজন বালককে দেখতে পান। সে পশমি পোশাক পড়ে ছিল। তার কুর্টা কোমরের সাথে পশমের বেল্ট দিয়ে বাঁধা ছিল। তার হাতে ছিল বড় একটি বালতি আর ছিল একটি দড়ি। আব্দুল্লাহ তাকে কাজের প্রস্তাব দেন। বালক রাজি হয় এবং বলে তাকে এক দিরহাম এবং এক দানিক (১/৬ দিরহাম) মজুরি দিতে হবে। সাথে সে এও বলে সারা দিন সে কাজ করবে তবে যোহরের সালাত পড়ার জন্য যোহরের আযানের এবং আসরের জন্য আসরের আযানের পর সে কোনো কাজ করতে পারবে না।

আব্দুল্লাহ তার শর্ত মেনে নেন এবং তাকে বাসায় এনে সকল কাজ বুঝিয়ে দেন। বালক একনাগাড়ে কাজ করতে লাগলো, মাঝে কোনো বিরতি নিলো না। যোহরের আযান হলে সে আব্দুল্লাহকে তার শর্তের কথা মনে করিয়ে দিল এবং সালাতের জন্য বের হয়ে গেল। সালাত শেষে সে ফিরে এসে আসরের আযান পর্যন্ত বিনা বিরতিতে কাজ করল। আসরের সালাতের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত সে কাজ করল। তারপর দিনের মজুরি নিয়ে সে চলে গেল।

কয়দিন পর আব্দুল্লাহর আরো কিছু মেরামতের প্রয়োজন পড়ে। তার স্ত্রী তাকে বলেন আগের বালকের মতই কাউকে যেন খুঁজে আনে, কেননা সে কাজে ছিল খুব দক্ষ, আর আচরণে ছিল সত্যবাদী। আব্দুল্লাহ আবার বাজারে যান, কিন্তু তাকে খুঁজে পাননি। তিনি বালক সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারেন, বালক শনিবার ব্যতীত অন্য কোনো দিন কাজ করে না। আব্দুল্লাহ শনিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করেন, এবং শনিবারে তাকে খুঁজে পেয়ে কাজের প্রস্তাব দেন। সে আগের শর্তে কাজ করতে রাজি হয়। সারাদিন কাজের পর আব্দুল্লাহ তাকে নির্ধারিত মজুরি থেকে কিছু অতিরিক্ত টাকা নেয়ার জন্য প্রস্তাব করেন। এতে সে নাখোশ হয়, এবং আব্দুল্লাহর বাসা থেকে দ্রুত বের হয়ে যায়। আব্দুল্লাহ তার পিছনে



দৌড়ে আসেন, আর তাকে কমপক্ষে তার নির্ধারিত টাকা নিতে অনুরোধ করেন। তখন সে নির্ধারিত টাকা নিয়ে চলে যায়।

কিছু দিন পরে আব্দুল্লাহর আরো কিছু মেরামতের প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই আব্দুল্লাহ অপেক্ষা করেন এবং শনিবারে বাজারে যান। কিন্তু সেখানে তাকে খুঁজে পাননি। কেউ একজন তাকে ঐ বালকের কথা জানায়। সে কয়েক দিন ধরে অসুস্থ আছে। আব্দুল্লাহ তার বাসার ঠিকানা নিয়ে তাকে দেখতে যান। সে একজন বৃদ্ধার বাসায় থাকে। তিনি বাসায় গিয়ে দেখেন সে ইটের উপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে। ‘তোমার কী কিছু লাগবে?’ আব্দুল্লাহ বালককে জিজ্ঞেস করেন।

‘হ্যাঁ, যদি আপনি পারেন।’- বালক জবাব দেয়।

আব্দুল্লাহ বলেন, তিনি করবেন।

‘যখন আমি মরে যাব,’ সে বলতে লাগলো, ‘আমার দড়ি বিক্রি করে দিবেন, আমার কোর্তা এবং বেল্ট ধুয়ে পরিষ্কার করে নিবেন এবং তা পড়িয়ে আমাকে কবর দিবেন। আমার কোর্তার ভিতরের পকেটে দেখবেন, সেখানে একটি আংটি আছে। তা নিজের কাছে রেখে অপেক্ষা করবেন। যখন হারুন-আল-রশিদ (তৎকালীন খলিফা) শহরে আসবেন। তখন আপনি তার কাছে গিয়ে ঐ আংটিটি দেখাবেন। মনে রাখবেন আমাকে দাফনের পরেই তাকে আংটি দেখাবেন।’ আব্দুল্লাহ তার কথা মেনে নিলেন।

যুবকের মৃত্যু হলে আব্দুল্লাহ তার অন্তিম ইচ্ছা বাস্তবায়ন করলেন। খলিফা হারুনুর রশিদ যখন শহরে এলেন, আব্দুল্লাহ সাক্ষাতের জন্য তার কাছে যান। এমন স্থানে তিনি দাঁড়ান যেখান থেকে খলিফা তাকে দেখতে পারবেন। সেখানে গিয়ে তিনি আংটিটি বাতাসে নাড়ান। হারুন তাকে দেখতে পান, এবং তাকে কাছে ডাকেন। হারুন উপস্থিত সকলকে বেরিয়ে যেতে বলেন। আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেন, সে কে এবং আংটিটি তিনি কোথায় পেলেন। আব্দুল্লাহ তাকে জবাব দেন। আব্দুল্লাহ তাকে বালকের পুরো দাস্তান শুনান। বালকের কাহিনি শুনার সময় খলিফা হারুন প্রচণ্ড কাঁদেন। এত বেশি কান্না করেন যে আব্দুল্লাহ

নিজেকে অপরাধী মনে করছিলেন। খলিফাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ‘হে বিশ্বাসীদের নেতা! ঐ বালকের সাথে আপনার কী সম্পর্ক আছে?’

খলিফা বললেন, ‘সে ছিল আমার পুত্র!’

‘সে কেন এমনভাবে জীবন যাপন করছিল?’

‘আমি খলিফার পদে আসিন হবার পূর্বে তার জন্ম হয়, খুব সুন্দরভাবে তার প্রতিপালন হয়, কুর’আন এবং বিজ্ঞানে সে বেশ শিক্ষিত ছিল। যখন আমাকে খলিফা মনোনীত করা হয়, তখন সে আমাকে ছেড়ে চলে যায় এবং দুনিয়াবী জিনিস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে তার মায়ের খুব আদরের সন্তান ছিল, তাই তাকে দেয়ার জন্য আমি তার মা-কে এই মহামূল্যবান আংটি দিই। অনিচ্ছার সাথে সে আংটিটি গ্রহণ করে। তার মায়ের মৃত্যুর পর আপনিই প্রথম ব্যক্তি, যে তার সম্পর্কে আমাকে খোঁজ জানাচ্ছেন। আপনি আজ রাতে আমাকে তার কবর জিয়ারতে নিয়ে যাবেন।’

আব্দুল্লাহ খলিফা হারুনকে সন্তানের কবর জিয়ারতে নিয়ে যায়। হারুন দীর্ঘক্ষণ সেখানে কালা করেন, কবরের পাশে দাঁড়িয়ে অশ্রু ঝাড়া। ভোর পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন। হারুন আব্দুল্লাহকে কিছুদিন তার সাথে থাকতে অনুরোধ করেন যাতে তিনি রাতে কবর জিয়ারত করতে পারেন। আব্দুল্লাহ আগে জানত না যে সে মেরামতকারী বালক ছিল খলিফা হারুনের পুত্র। সেদিনই তিনি প্রথম এটা জানতে পারেন।<sup>৪৮</sup>



## সাহাবাগণ আল্লাহকে যেমন ভয় পেতেন<sup>৪৯</sup>

আবু ইমরান আল-জুনি রহিমাল্লাহ বলেন, আবু বকর আস-সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রায়শ বলতেন, ‘যদি আমি একজন মু’মিনের একটি পশম হতাম!’<sup>৫০</sup>

হাসান রহিমাল্লাহ বলেন, আবু বকর আস-সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রায়শ বলতেন, ‘আমি যদি শুধুমাত্র একটি ঘাস হতাম, যা কেটে ফেলা হয়েছে এবং খেয়ে ফেলা হয়েছে।’<sup>৫১</sup>

আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, ‘ফুরাত নদীর তীরে যদি একটি ছাগল মারা যায়, আমার ভয় হয় হয়তো এজন্যও আমাকে পাকড়াও করা হবে।’<sup>৫২</sup>

আব্দুল্লাহ ইবনু আমির বলেন, তিনি একবার দেখেন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কিছু ঘাসের টুকরো হাতে নিয়ে বলছেন, ‘আমি যদি শুধু এই ঘাসের টুকরো হতাম; যদি আমাকে সৃষ্টি করাই না হত; যদি আমার মা আমাকে জন্মই না দিত; যদি আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম এবং আমার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেত।’<sup>৫৩</sup>

আব্দুল্লাহ ইবনু ইসা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর অধিক ক্রুদ্ধনের কারণে তাঁর মুখমণ্ডলে দুটি কালো দাগ হয়ে যায়।<sup>৫৪</sup>

---

<sup>৪৯</sup> এই অধ্যায়টি নেয়া হয়েছে Fear of Allah বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় থেকে।

<sup>৫০</sup> সিফাতুস সাফওয়া : ১/২৫১।

<sup>৫১</sup> সিফাতুস সাফওয়া : ১/২৫১।

<sup>৫২</sup> সিফাতুস সাফওয়া : ১/২৭৫; এছাড়াও এটা হিলইয়াতুল আউলিয়াতে উল্লেখ রয়েছে।

<sup>৫৩</sup> সিফাতুস সাফওয়া : ১/২৭৫।

<sup>৫৪</sup> সিফাতুস সাফওয়া : ১/২৭৫।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আরো বলতেন, ‘যদি কেউ ঘোষণা করে, যে একজন ব্যতীত সকল মানুষ জান্নাতে যাবে, তাহলে আমি ভয় পেতাম এটা ভেবে হয়তো আমিই সেই একজন।’<sup>৫৫</sup>

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন আঘাত প্রাপ্ত হয়ে শয্যাশায়ী হন তখন আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেন, ‘ইয়া আমিরুল মু’মিনিন! আপনি তখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, যখন অন্যরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল; আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সংগ্রাম করেন ও কষ্ট শিকার করেন যখন অন্যরা তাকে পরিত্যাগ করেছিল; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর সময় আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন; কোনো দ্বিতীয় জন আপনার সাথে দ্বিমত পোষণ করে না, আর এখন আপনি একজন শহীদ হিসেবে মৃত্যু বরণ করতে যাচ্ছেন।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বলেন, ‘অভিভূত হোক সে, যার তুমি তোষামোদি করছ। আল্লাহর শপথ! যদি দুনিয়ার সকল কিছু আমার কাছে থাকতো তাহলে আমি আমার আসন্ন সময়ের জন্য সব কিছু দিয়ে দিতাম।’<sup>৫৬</sup>

আবু মাইসারা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, যখন তিনি বিছানায় যেতেন তখন তিনি বলতেন, ‘যদি আমার মা আমাকে জন্ম না দিতা’ তাঁর স্ত্রী একবার জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ তাকে হেদায়াত দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করিয়েছেন তাও কেন তিনি এমন কথা বলেন। তিনি তখন বলেন, ‘হ্যাঁ এটা সত্য। কিন্তু তিনি এও বলেছেন, পরে আমরা ফিরে আসি বা না আসি তিনি প্রথমে আমাদের আগুনে প্রবেশ করাবেন।’<sup>৫৭</sup>

<sup>৫৫</sup> তাখওয়ীফ : ১৩।

<sup>৫৬</sup> তাস্বিহুল গাফিলিনি : ২/৪১৮।

<sup>৫৭</sup> তিনি সূরা মারিয়ামের ৭১-৭২ নং আয়াতের দিকে উদ্দেশ্য করেছেন। আল্লাহ এই আয়াতে বলেন, “এবং তোমাদের প্রত্যেকেই ওটা অতিক্রম করবে; ওটা তোমার রবের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। পরে আমি মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করব এবং যালিমদের সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দিব।”



আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘যে কুর’আন হিফজ করেছে তাঁর উচিত হল ঐ রাতগুলো চিনে রাখা, যে রাতে সবাই ঘুমিয়ে থাকে; ঐ দিনগুলো চিনে রাখা, যে দিনে মানুষরা রোজা রাখে না; তাঁর দুঃখ ও অতৃপ্ততা, যখন সবাই তৃপ্ত থাকে; তাঁর কান্নায় যখন মানুষ হাসতে থাকে; তাঁর নিরবতা, যখন মানুষ কথা বলতে থাকে এবং তাঁর বিনয়তা, যখন সবাই অহংবোধ করে—এই সময় গুলো চিনে রাখা’

‘একজন কুর’আন বহনকারীর উচিত উদ্বিগ্ন না থাকা, সহনশীল হওয়া, স্থির ও শান্ত থাকা, ক্ষমাশীল হওয়া। সে অমার্জিত হবে না, অন্যমনস্ক থাকবে না, না উচু আওয়াজে কথা বলবে, না জটিল প্রকৃতির লোক হবে।’<sup>৫৮</sup>

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আল্লাহকে ভয়কারী তাকওয়াবানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, তিনি বলেন, ‘তাদের অন্তর আল্লাহর ভয়ে পরিপূর্ণ থাকে; তাদের চোখ ক্রন্দন করতে থাকে; এবং তারা বলে, ‘কিভাবে আমরা পরিতৃপ্ত ও বেফিকির থাকতে পারি, যখন আমাদের পিছনে মৃত্যু অগ্রসর হচ্ছে, আর আমাদের সামনে কবর অবস্থান করছে; আমাদেরকে বিচার দিবসের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেয়া হয়েছে; জাহান্নাম আমাদের পথে রয়েছে, আর আল্লাহর সামনে আমাদের দন্ডায়মান হতে হবে?’<sup>৫৯</sup>

মাশরুফ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে এক লোক ছিল, তিনি বলেন, ‘আমি ডান দিকের দলের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই না, আমি নৈকট্যপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই।’ আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘এখানে এমন একজন মানুষ আছে যে পুনরুত্থিত হতে চায় না।’<sup>৬০</sup>

<sup>৫৮</sup> তাহযিহুল গাফিলিনি : ২/৬১৮।

<sup>৫৯</sup> ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন : ৪/১৮১।

<sup>৬০</sup> সিফাতুস সাফওয়া : ১/৪০৫। (অর্থাৎ আল্লাহর ভয় তাঁর মধ্যে অনেক ছিল, তাই আল্লাহর সম্মুখীন হতে তিনি ভয় পাচ্ছিলেন)।

হারিস ইবনু সুয়াইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আমি নিজের সম্পর্কে যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে আমাকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করতো।’<sup>৬১</sup>

একবার আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর স্ত্রীর সামনে কান্না করছিলেন, তা দেখে স্ত্রীও কান্না করলেন। স্ত্রীকে কাঁদতে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করেন, ‘তুমি কাঁদছ কেন?’ স্ত্রী বলেন, ‘আপনি কাঁদছেন তাই আমিও কাঁদছি।’ তিনি তখন তাঁর কান্নার কারণ বলেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন এই ঘোষণা দিয়েছেন, কিন্তু তাকে পরে বের করার ঘোষণা দেননি, এই ভয়ে তিনি কাঁদছেন।<sup>৬২</sup>

সাওর ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন মুয়াজ ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু তাহাজ্জুদ সালাত পড়তেন তখন তিনি বলতেন, ‘হে আল্লাহ! চক্ষুগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে; আকাশের তারাগুলো বিলীন হয়ে যাচ্ছে, শুধুমাত্র আপনি হলেন সর্বদা জাগ্রত ও প্রতিপালক! হে পরওয়ারদেগার! আমার জান্নাতের তালাশ খুবই অপ্রতুল, এবং জাহান্নাম থেকে জান্নাতের দিকে আমার যাত্রা অনেক দুর্বল। হে আল্লাহ! আপনার অফুরন্ত রহমতের মধ্য থেকে আমাকেও রহমত দান করুন, পথপ্রদর্শন করুন। নিশ্চয় আপনি অঙ্গীকার রক্ষাকারী।’<sup>৬৩</sup>

কাসিম ইবনু বাযযাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবনু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর তিলাওয়াত শুনেছেন এমন একজন লোক আমাকে বলেছেন, যখন ইবনু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সুরা মুতাফফিফিন তিলাওয়াতের সময় ৬ নং আয়াতে ‘...যেদিন মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে’ পৌঁছতেন, তখন তিনি ফুঁপিয়ে উঠতেন এবং এত বেশি কাঁদতেন যে, তিনি আর সামনের আয়াত তিলাওয়াত করতে পারতেন না।<sup>৬৪</sup>

<sup>৬১</sup> সিফাতুস সাফওয়া : ১/৪০৫।

<sup>৬২</sup> হিলইয়াতুল আউলিয়া : ১/১১৮; সিফাতুস সাফওয়া : ১/৪৮৩।

<sup>৬৩</sup> সিফাতুস সাফওয়া : ১/৪৯২।

<sup>৬৪</sup> সিফাতুস সাফওয়া : ১/৪৯২।



সামির আর-রাযাহী রহিমাহুল্লাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একবার ইবনু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খানিক ঠান্ডা পানি পান করেন, এবং সাথে সাথে কাঁদতে লাগলেন। ‘আপনি কেন এত কাঁদছেন?’ তাকে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বলেন, ‘কুর’আনের একটি আয়াতের কথা আমার মনে পড়েছে, “এদের এবং এদের কামনার মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করা হয়েছে।”<sup>৬৫</sup>

আর তখন আমি ভাবলাম জাহান্নামবাসীদের নিকট পানিই হল একমাত্র কামনা। তারা বলে, “আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও অথবা আল্লাহ প্রদত্ত তোমাদের জীবিকা হতে কিছু প্রদান করো।”<sup>৬৬</sup>

নাবিঈ রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘ইবনু উমর যখন এই আয়াত পাঠ করতেন—“যারা ঈমান এনেছে, তাদের হৃদয় কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য নাযিল হয়েছে তার কারণে বিগলিত হওয়ার সময় হয়নি?”<sup>৬৭</sup> তখন এত বেশি কাঁদতেন যে, কান্না তাকে পরাস্ত করত।’<sup>৬৮</sup>

আব্দুর রহমান ইবনু আবি লায়লা রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, “আল্লাহর শপথ! যদি তুমি জানতে আমি যা জানি তাহলে তুমি স্ত্রীর মাঝে কোনো আনন্দ পেতে না, বিছানায় বিশ্রাম নিতে পারতে না। আল্লাহর কসম! আমি কামনা করি আল্লাহ যদি আমাকে একটি গাছ বানাতেন, এমন গাছ যার ফল খেয়ে ফেলা হয়েছে।”<sup>৬৯</sup>

আসাদ ইবনু ওয়াদাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, শাহাদাদ ইবনু আউস রাযিয়াল্লাহু আনহু বিছানায় শুয়ে কাত বদল করতেন, কিন্তু ঘুম আসতো

---

<sup>৬৫</sup> সূরা সাবা : ৫৪।

<sup>৬৬</sup> সূরা আরাফ : ৫০।

<sup>৬৭</sup> সূরা হাদিদ : ১৬।

<sup>৬৮</sup> সিফাতুস সাফওয়া : ১/৪৯২।

<sup>৬৯</sup> সিফাতুস সাফওয়া : ১/৫৯৫।

না, আর বলতেন, ‘হে আল্লাহ! আগুন আমাকে ঘুমাতে দিচ্ছে না।’  
অতঃপর তিনি উঠে টানা ফজর পর্যন্ত সালাতে নিমগ্ন থাকতেন।<sup>৭০</sup>

মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবনু যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু সালাতে  
এমনভাবে দাঁড়াতে যে, মনে হতো কোনো লাঠি মাটিতে গোঁথে রাখা  
হয়েছে।<sup>৭১</sup>

বকর ইবনু মুযাম রহিমাহুল্লাহ বলেন, যে একবার আবু মুসা আশ’আরি  
রাযিয়াল্লাহু আনহু বসরায় খুতবা দেন এবং খুতবাতে জাহান্নামের  
আলোচনা করেন। তখন তিনি এত বেশি কাঁদলেন যে, তার অশ্রুগুলো  
টপটপ করে মিন্বারের উপর পড়ছিল। সেদিন উপস্থিত সকলেও  
কেঁদেছিল।<sup>৭২</sup>

ইমরান ইবনু হুশাম রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রায়শ বলতেন, ‘আমি যদি কিছু  
ধুলোবালি হতাম, যা বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়।’<sup>৭৩</sup>

আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রাসুলের সাহাবাদের বর্ণনা দিতে  
গিয়ে বলেন, ‘আল্লাহর শপথ, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি  
ওয়াসাল্লামের সাথীদের দেখেছি, তাদের মত সুন্দর চরিত্রের ব্যক্তি  
বর্তমানে দেখতে পাই না। তারা এমনভাবে ঘুম থেকে উঠতেন, যেন  
মনে হত সারারাত তারা রাখালি করে ছাগল চরিয়েছে, তাদের পোশাক  
এবং চুলগুলো থাকতো এলোমেলো। তারা রাত কাটাতেন রুকু  
সিজদায়, কুর’আন তিলাওয়াত করে। এবং যখন তারা সকালে জাগ্রত  
হতেন, তারা আল্লাহকে স্মরণ করতেন এবং এমনভাবে অবস্থান  
করতেন, মনে হত তারা যেন একটি বৃক্ষ যার ডাল-পালা বাতাসে  
দুলছে, এবং তাদের চক্ষু হতে এত বেশি অশ্রু ঝরত যে, তাদের

<sup>৭০</sup> সিফাতুস সাফওয়া : ১/৭০৯।

<sup>৭১</sup> সিফাতুস সাফওয়া : ১/৭৬৫।

<sup>৭২</sup> তাখওয়ীফ : ৩২।

<sup>৭৩</sup> মিনহাযুস সালিকিন : ৩২৬।



পোশাক ভিজে যেত। আর এখন! এখন মানুষ নিশ্চিত্তে ঘুমাতে যায়, ঘুমাতে যায় সম্পূর্ণ অবচেতন ও বেফিকির অবস্থায়।<sup>৭৪</sup>

হাসান আল-বসরি রহিমাহুল্লাহ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ‘তাদের সহনশীলতা এত মাত্রায় ছিল যে জাহিলদের সকল চক্রান্ত তারা বিচক্ষণতার সাথে মোকাবিলা করতেন, এভাবে তারা দিন কাটাতে। আর রাত কাটাতে এমন অবস্থায় যে, তাদের চোখ অশ্রু ঝরাতে ঝরাতে দাড়ি ভিজিয়ে দিত, আর তাদের পা দাঁড়িয়ে থাকতো মুসল্লায়, শুধুমাত্র এই আশায় যে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিবেন।<sup>৭৫</sup>

সাদ ইবনু আল-আহমাম রহিমাহুল্লাহ বলেন, তিনি ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ছিলেন, তারা লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন একজন কারিগর চুল্লী থেকে গলিত লোহা বের করছিল। ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু স্থির দৃষ্টিতে সেখানে তাকান এবং কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।<sup>৭৬</sup>

হাসান আল-বসরি রহিমাহুল্লাহ সাহাবাদের বর্ণনা দেন এভাবে- ‘আমি এক দল মানুষের সাহচর্য পেয়েছি এবং তাদের প্রত্যক্ষ করেছি, যারা দুনিয়ার কোনো কিছুই গুরুত্ব দিতেন না, তাতে আনন্দ পেতেন না, দুনিয়াবি কিছু না পেলে সেজন্য আফসোসও করতেন না। এমনকি দুনিয়া তাদের নিকট হাঁটার সময় পায়ে মাড়ানো ধুলিবালির তুলনায়ও নিম্নতর ছিল। তারা কাপড় পড়তেন অতি সাধারণ মানের। তারা তাদের জন্য স্ত্রীদের কিছু রান্না করতেও বলতেন না। আমি তাদের কুর’আনের উপর এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাতের উপর চলতে দেখেছি। যখন রাত গভীর হতো, তারা বিছানা থেকে পৃথক হয়ে যেতেন এবং মুসল্লায় দাঁড়িয়ে যেতেন, আর প্রভুর কাছে অশ্রু ঝরাতেন। তারা আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান চাইতেন...।

<sup>৭৪</sup> ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন : ৪/১৮০।

<sup>৭৫</sup> মুসান্নাফে আবু শাইবা : ১৩/৫০৬।

<sup>৭৬</sup> তাখওয়ীফ।

যদি তারা কোনো উত্তম কাজ করতেন, তখন তারা খুশি হতেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করতেন, কবুল করার দু'আ করতেন। আর যদি তাদের দ্বারা কোনো ভুল হয়ে যেত তখন তারা দুঃখ পেতেন, এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমার দু'আ করতেন। আল্লাহর কসম! তারা এভাবেই সারাজীবন অতিবাহিত করেন।<sup>৭৭</sup>

মুয়ায ইবনু আন রহিমাহুল্লাহ বলেন, তিনি জুবানের পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং রিয়াহ আল কায়েশি রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ঐ পথ অতিক্রম করতে দেখতে পান। যখন রাস্তা ফাঁকা ছিল তখন তিনি শুনতে পান, রিয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহু অত্যাধিক কান্না করছেন এবং বলছেন, 'হে দিন ও রাত্রি, আর কত দিন ধরে তোমরা আমার জন্য আসতে থাকবে? আমি জানি না এর অর্থ কী। আমরা আল্লাহর জন্য, আমরা আল্লাহর জন্য।' তিনি একই কথা বার বার আবৃত্ত করছিলেন, এক সময় তিনি অদৃশ্য হয়ে যান।

ফুরাত ইবনু সুলাইমান রহিমাহুল্লাহ বলেন হাসান রহিমাহুল্লাহ বলতেন, 'ইমানদার হলো এমন এক জাতি, যারা আচরণে এত বেশি বিনম্র যে, জাহিলরা তাদের অসুস্থ মনে করে। আল্লাহর শপথ, তারা হল অনুভূতি সম্পন্ন একটি জাতি। তোমরা কী দেখনি, আল্লাহ বলেছেন- আর তারা বলবে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিয়েছেন। নিশ্চয় আমাদের রব পরম ক্ষমাশীল, মহাগুণগ্রাহী।'<sup>৭৮</sup>

আল্লাহর শপথ, দুনিয়ার অধিকাংশ দুঃখ কষ্ট তাদের নিবিষ্ট করে রেখেছে, কিন্তু তারা কখনো অন্যদের দুঃখ দেন না। তারা দুঃখ কষ্ট গ্রহণ করেছেন কেবল মাত্র এই কারণে যে, তারা আল্লাহকে অত্যাধিক ভয় করেন।<sup>৭৯</sup>

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে তাহাজ্জুদে সূরা তুরের ৭-৮ নং আয়াত—'নিশ্চয় তোমার রবের আযাব অবশ্যস্বাবী। যার কোন

<sup>৭৭</sup> ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন : ৪/৩৯৬; মুসান্নাফে আবু শাইবা : ১৩/৫০৬।

<sup>৭৮</sup> সূরা ফাতির : ৩৪।

<sup>৭৯</sup> তাখওয়ীফ : ২০।



প্রতিরোধকারী নেই’-তীলাওয়াত করতে শুনতে পান। তখন তিনি বলেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,’ অতঃপর তিনি বাসায় আসেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রায় এক মাস তিনি অসুস্থ থাকেন। মানুষরা তাকে দেখতে আসত, কিন্তু তার অসুস্থতা কী তা জানত না।<sup>৮০</sup>

কেউ বলেছেন, ‘দুঃখ মানুষকে খাদ্য গ্রহণ থেকে পৃথক রাখে, আর আল্লাহর ভয় মানুষকে গুনাহ থেকে পৃথক রাখে।’<sup>৮১</sup>

সাদিক ইবনু ইবরাহিম রহিমাতুল্লাহ বলেন, ‘দুঃখ এবং ভয় এর চেয়ে উত্তম আর কোনো সঙ্গি হতে পারে না। দুঃখ হবে অতীত পাপের জন্য আর ভয় থাকবে ভবিষ্যতে পাপ না করার জন্য।’

আমির ইবনু কায়েস রহিমাতুল্লাহ বলেন, ‘পরকালে সবচেয়ে বেশি ঐ লোক খুশী হবে, যে দুনিয়াতে পরকাল নিয়ে সবচেয়ে বেশি সতর্ক থাকতো। পরকালে ঐ লোক সবচেয়ে বেশি হাসবে, যে দুনিয়াতে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় পেত।’<sup>৮২</sup>

## সালাফদের মাঝে তাকওয়া চর্চা<sup>৮৩</sup>

আমার প্রিয় মুসলিম ভাই! তোমাকে সালাফদের কিছু গল্প শুনাই। আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন। তারা সব সময় একে অপরকে তাকওয়াবান হওয়ার উপদেশ দিতেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তার খুতবাতে বলতেন, ‘আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি, তাকওয়া অর্জন করার, এবং আল্লাহর প্রশংসা করার

---

<sup>৮০</sup> তাখওয়ায়িফঃ ২৯।

<sup>৮১</sup> তাস্বিহুল গাফেলিন।

<sup>৮২</sup> তাস্বিহুল গাফেলিন।

<sup>৮৩</sup> এই অধ্যায়টি নেয়া হয়েছে Taqwa: The provision of Believers, Al-Firdous Ltd, ১৯৯৫ গ্রন্থের তৃতীয় অনুচ্ছেদ থেকে।

ঠিক সেভাবে, যেভাবে তিনি চান। তোমার আশা আকাঙ্ক্ষার সাথে আল্লাহর ভয়কে যুক্ত করে নাও এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর। আল্লাহ যাকারিয়া আলাহিস সালাম এবং তার পরিবারের প্রশংসা করে বলেন-

“তারা সংকাজে প্রতিযোগিতা করত। আর আমাকে আশা ও ভীতি সহকারে ডাকত। আর তারা ছিল আমার নিকট বিনয়ী।”<sup>৮৪</sup>

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন মৃত্যুশয্যা ছিলেন তখন তিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে পাঠালেন এবং আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিলেন।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সন্তানকে একটি পত্রে লেখেন, ‘আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় পাওয়ার উপদেশ দিচ্ছি। যারা আল্লাহকে ভয় পায়, আল্লাহ তাদের হিফাজত করবেন তার শাস্তি থেকে। যে আল্লাহকে ঋণ দেয়, আল্লাহ অবশ্যই সেটার প্রতিদান দেন, এবং যারা তার প্রশংসা করে আল্লাহ তাকে আরো বাড়িয়ে পুরস্কৃত করেন। তাকওয়াকেই তোমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য বানাও, এবং অন্তরকে তাকওয়া দিয়ে পরিষ্কার করে নাও।’

আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু একজনকে লক্ষ্য করে বলেন, ‘আল্লাহকে ভয় পাওয়ার উপদেশ আমি তোমাকে দিচ্ছি। তাকে ভয় পাওয়ার উপদেশ যার সাথে অবশ্যই তোমার সাক্ষাৎ হবে এবং তাকে ছাড়া তোমার আর কোনো গন্তব্য নেই। তিনিই দুনিয়া এবং আখিরাতের নিয়ন্ত্রক।

উমর ইবনু আব্দুল আজিজ রহিমাহুল্লাহ একজন ব্যক্তিকে লেখেন, আমি তোমাকে তাকওয়া অর্জনের উপদেশ দিচ্ছি। ঐ আল্লাহকে ভয় পাওয়ার উপদেশ দিচ্ছি যিনি তাকওয়া ব্যতীত কোনো কিছু গ্রহণ করেন না। তিনি তার অনুগামীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন, এবং তাঁদের পুরস্কৃত করেন। অনেকে আছে যারা তাকওয়া অর্জনের দাওয়া দেয়,

<sup>৮৪</sup> সূরা আশ্বিয়া : ৯০।



কিন্তু কেবলমাত্র কিছু লোক এতে আমল করতে পারে। আল্লাহ আমাদেরকে তাকওয়াবানদের মধ্যে शामिल করুন।

যখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খলিফা নির্বাচিত হন, তখন তিনি একটি খুতবা দেন, এতে তিনি বলেন, ‘আমি তোমাদের আল্লাহকে ভয় পাওয়ার এবং উত্তম কাজ করার উপদেশ দিচ্ছি, কেননা তিনি তাঁদের সাথেই থাকেন, যারা তাকে ভয় পায় এবং উত্তম কাজ করে।’

এক ব্যক্তি হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময় উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে কিছু উপদেশ চাইলেন, তিনি বলেন, ‘আল্লাহকে ভয় কর, যারা তাঁকে ভয় করে তারা কখনো নিঃসঙ্গ হয় না।’

শু’বা বলেন, যখনো তিনি কোনো সফরের জন্য বের হতেন। তিনি হাকামের নিকট যেতেন, আর জিজ্ঞেস করতেন তার কিছু লাগবে কি না। তখন সে বলত, ‘আমি তোমাকে ঐ শব্দে উপদেশ দিব, যে শব্দে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহুকে উপদেশ দিয়েছিলেন- ‘তুমি যেখানেই থাকো না কেন, সর্বদা আল্লাহকে ভয় কর। কোনো ভুল হলে এটা তা মুছে দিবে, এবং মানুষদের সাথে সুন্দর আচরণ করবো।’

একজন সালাফ তার ভাইকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লিখে বলেন— ‘আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ আমি তোমাকে দিচ্ছি, কেননা এটা হল সর্বোত্তম বিষয়, যা তুমি গোপন রাখতে পারো, এটা সবচে’ সুন্দর বিষয়, যা প্রচার করতে পার, এটাই সর্ব মূল্যবান সম্পদ, যা তুমি সঞ্চয় করতে পার। আল্লাহ আমাদের উভয়কে এটা অর্জন করার তাওফিক দান করুন।’

আরেকজন সালাফ তার ভাইকে লিখেন—‘আমি তোমাকে এবং আমাকে তাকওয়া অর্জনের নসিহত করছি। দুনিয়া এবং আখিরাতের জন্য এটাই হল সর্বোত্তম রিযিক। এটা দিয়ে তুমি প্রত্যেক ভালো কাজের দিকে ধাবিত হও এবং মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাক।’

যখন আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু সিফফিন যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন, তিনি কুফা শহরের বাহিরে একটি কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বলেন—‘হে তুমি, যে এমন ঘরে বসবাস করছ যা একাকীত্বের জন্য তৈরি করা হয়েছে, এবং দুনিয়া থেকে পৃথক রাখা হয়েছে! হে তুমি, যে অন্ধকার কবরে শুয়ে আছো! হে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ মানুষ! তোমরা হলে আমাদের অগ্রবর্তী আর আমরা হলাম তোমাদের পিছনে অনুগামী। তোমাদের বাসা? ভালো, সেখানে এখন অন্যরা বসবাস করে। তোমাদের স্ত্রী? তারা আবার বিয়ে করেছে। তোমাদের সম্পদ? তা বণ্টিত হয়েছে। তোমাদের জন্য এই কিছু খবরই আমাদের কাছে আছে। আচ্ছা আমাদের জন্য তোমাদের কাছে কী খবর আছে? অতঃপর আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু সৈন্যসারীর দিকে ঘুরে দাঁড়ান এবং বলেন, ‘যদি তারা কথা বলার অনুমতি পেত, তাহলে তারা আমাদের জানাতো, সর্বোত্তম রসদ হল তাকওয়া।’<sup>৮৫</sup>



## তাকওয়াবানদের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ পবিত্র কুর'আনের বিভিন্ন স্থানে তাকওয়াবানদের (মুত্তাকুন) বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে সবচে' বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে কারিমায়।

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

ভালো কাজ এটা নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরাবে; বরং ভালো কাজ হল যে ঈমান আনে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি এবং যে সম্পদ প্রদান করে তার প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও নিকটাত্মীয়গণকে, ইয়াতীম, অসহায়, মুসাফির ও প্রার্থনাকারীকে এবং বন্দিমুক্তিতে এবং যে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট ও দুর্দশায় ও যুদ্ধের সময়ে। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী।”<sup>৮৬</sup>

## আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু'র মুখে তাকওয়াবানদের বৈশিষ্ট্য

হান্নান ইবনে শুরাইহ—আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর একজন সাথী, তিনি তাঁকে তাকওয়াবান ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যাতে করে তিনি ধর্মভীরুদের চিনতে পারেন। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আল্লাহ যখন তাঁর সৃষ্টিকে তৈরি করেন, তখন তিনি তাঁদের আল্লাহর প্রতি আনুগত্য করার অথবা আনুগত্য না করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে তৈরি করেন। বান্দা আনুগত্য করলে আল্লাহর কোনো লাভ হয় না, আবার বান্দা হঠকারিতা দেখালেও আল্লাহর কোনো ক্ষতি হয় না। অতঃপর তিনি সৃষ্টিদের মাঝে দুনিয়াবী রসদ বণ্টন করে দেন। যে সকল সৃষ্টির মাঝে তাকওয়া রয়েছে, তাঁদের মধ্য কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়ে দেন, তারা সর্বদা সত্য বলে; তাঁদের কাপড় হয় মধ্যম মানের; তাঁদের হাঁটা-চলার সময় তাঁরা থাকে বিনয়ী; তাঁরা চোখ নামিয়ে নেয়, যখন তাঁরা এমন কিছু দেখে যা আল্লাহ তাঁদের জন্য দেখা হারাম করেছেন; তাঁরা উত্তম কথা শুনে; সুখে-দুঃখে, নিঃস্বতা-সমৃদ্ধিতে, উভয় অবস্থায় তাঁরা সত্য কথা বলে এবং চারিত্রিক সরলতা বজায় রাখে।

আল্লাহ কি তাঁদের মৃত্যুর সময় লিখে রাখেননি? তাঁদের রূহ অতিরিক্ত এক সেকেন্ডও শরীরে থাকতে পারবে না, বরং তা ব্যাকুল হয়ে উঠবে আল্লাহর অবধারিত পুরস্কার বা শাস্তি পেতে। আল্লাহ তাঁদের চক্ষুকে সবচে' উঁচু মাকামের দিকে আবদ্ধ করে রেখেছেন, তাই দুনিয়ার বাকি সবকিছু তাঁদের কাছে গুরুত্বহীন। তাঁরা জান্নাতে থাকবে, এবং তা তাঁরা দুনিয়াতেও কিছুটা বুঝতে পেরেছে, জান্নাতের উপস্থিতি তাঁরা দুনিয়াতেই উপভোগ করেছে। তাঁদের অন্তরে থাকে নিদারুণ দুঃখ, আর তাঁদের শরীর হয় জীর্ণ-শীর্ণ। তাঁদের চাহিদা কম।

তাঁরা কয়েক দিন ধৈর্য ধরে এবং পরে চিরন্তন স্বস্তি ও শান্তি লাভ করে। এটা হল লাভজনক বিনিময়, তাঁদের রব তাঁদের জন্য বেসুয়ার আয়োজন করেছেন। দুনিয়া তাঁদের আকৃষ্ট করে, প্রবলভাবে প্রলুব্ধ



করে, কিন্তু তাঁরা এই ফাঁদে পা দেয় না। দুনিয়া তাঁদের বন্দি করার চেষ্টা করে, কিন্তু তাঁরা মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত হয়ে যায়।

রাতের সময় তাঁরা কাতারে দাঁড়ায়, কুর'আনের কিছু অংশ পাঠ করে। তাঁরা মনোযোগের সাথে তিলাওয়াত করে, যা তাঁদের অন্তরে প্রবেশ করে, তাঁরা তা পান করে যেন কুর'আনের তিলাওয়াত হল একটি ঔষুধ। যখন কোনো আবেগী আয়াত তাঁদের সামনে এসে পড়ে, তাঁরা তখন বিশ্বাস করে সেটাই তাঁদের গন্তব্য। যখন কোনো ভীতিপ্রদর্শন মূলক আয়াত সামনে আসে, তাঁরা আয়াতকে অন্তরের অন্তস্থলে অনুভব করে, এবং বিশ্বাস করে জাহান্নাম। তাঁরা মনে করে জাহান্নাম প্রচণ্ড জোরে ভয়ঙ্কর চিৎকার করছে এবং তা তাঁরা কানে শুনতে পাচ্ছে। তারা কপাল এবং হাটুর উপর ভর দিয়ে ঘুমাই। (অর্থাৎ তাঁরা এত বেশি রাতের সালাতে মশগুল থাকতেন যে সিজদাহে মাথা ও হাটুর উপর ভর দিয়ে মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়তেন।)

দিনে তাঁদের দেখা যায়, একজন জ্ঞানি, সহনশীল, দয়ালু এবং আল্লাহভীরু হিসেবে। আল্লাহকে ভয় করার প্রভাব তাঁদের দেহের উপর এমনভাবে পড়ত যে, কেউ তাঁদের দেখলে মনে করবে তাঁরা মানুষ নয়, যেন কোনো সোজা দণ্ডায়মান লাঠি। কেউ ধারণা করেন তাঁরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় থাকেন। বাস্তবে আল্লাহর ভয়ের প্রভাবে তাঁদের দেখতে এমন মনে হয়। যদি তাঁদের কাউকে কেউ দীনদার বলে মন্তব্য করে তখন তিনি ভয় পেয়ে যান এবং বলেন—‘আমি নিজেকে তোমার চাইতে ভালো করে জানি। আমার রব আমাকে আমার চাইতেও ভালো করে জানেন। হে আল্লাহ! তারা আমার সম্পর্ক যা বলেছে আমি তা থেকে মুক্ত, এবং আমার সম্পর্কে তাঁরা যা ধারণা করে আমাকে তাঁর চাইতেও উত্তম বানিয়ে দিন। আমার যেসকল পাপ সম্পর্কে তাঁরা জানে না তা ক্ষমা করুন।’

তাঁদের নিদর্শন হল—তাঁরা দ্বীনের মধ্যে অটল থাকেন। তাঁদের নশ্তার মাঝেও তারা দৃঢ়সংকল্প থাকেন। তাঁদের বিশ্বাসে অনড় থাকেন। ইলম হাসিলের জন্য তাঁরা ব্যাকুল থাকেন। ঐশ্বর্যে তাঁরা মধ্যমপন্থা অনুসরণ করেন। ক্ষুধার্ত অবস্থায়ও তাঁরা হাসিখুশি থাকেন। অসুস্থ অবস্থায়

থাকেন ধৈর্যশীল। হালালের তালাশে থাকেন। সর্বাবস্থায় মানুষদের নসিহত করেন।

তাঁরা উত্তম কাজ করেও তা কবুল না হওয়ার ভয়ে থাকেন। তাঁরা সক্ষ্যা অতিবাহিত করেন আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থেকে, আর সকাল অতিবাহিত করেন আল্লাহকে স্মরণ করে। তাঁদের নিকট ঘুম হল একটি শঙ্কা, আর জেগে থাকা হল আনন্দ। তারা ইলম এবং সহনশীলতার মধ্যে এবং কথা ও কাজের মধ্যে যোগসূত্র কায়েম করেছেন।

তুমি দেখবে তাঁদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা অবাস্তবিক নয়, এবং তাঁদের ভুল অতি অল্প; তাঁদের হৃদয় বিনয়ী থাকে, এবং তাঁরা নিরভিমানী হন। তাঁদের বিষয়াবলি হয় একদম সাধারণ। তাঁদের খোরাক একদম অল্প। তাঁদের দ্বীন সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে। তাঁদের ফাহশা মরে গেছে। তাঁদের রাগ সব সময়ের জন্য প্রশমিত হয়েছে। উত্তম জিনিসই তাঁদের থেকে কাম্য করা যাবে, মন্দ সব কিছু তুমি তাঁদের অবস্থান থেকে দূরে পাবে। যারা তাদের কষ্ট দেয়, তাঁরা তাদের ক্ষমা করে দেন; যারা তাঁদের পরিত্যাগ করে তাঁরা তাদের সাথে দেখা করেন; যারা তাঁদের বঞ্চিত করে বিপদে তাঁরা তাদের সাহায্য করে। তাঁরা কারোর ঘৃণাকে পরওয়া করেন না, আবার কারোর তোষামোদিতেও গলে যান না। তাঁরা কাউকে অভিশাপও দেন না।

নীরবতা তাঁদের নিঃসঙ্গ করে না। তাঁরা হাসলেও শব্দ উঁচু করেন না। যদি তাঁদের সাথে অবিচার করা হয়, তাঁরা তখন ধৈর্য ধরেন। তাঁরা নিজেরা কষ্টে জীবন যাপন করেন, অন্যদিকে তাঁদের সাথীরা আরামে জীবন অতিবাহিত করে। অহংকার ও গর্ব কখনো তাঁদের অন্তরে স্থান পায় না, সরলতা ও নিরভিমানীতা কখনো তাঁদের থেকে পৃথক হয় না।<sup>৮৭</sup>

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে সহিহ দ্বীনের উপর থাকার তাওফিক দান করুক। আমিন।

## সমাপ্ত



## বইটি তাদের জন্য...

বইটি লেখার প্রধান উদ্দেশ্য হল একটি মজবুত, আন্তরিক এবং পরস্পর বোঝাপড়া ও সহানুভূতিশীল মুসলিম পরিবার নির্মাণ করা। এমন মুসলিম পরিবার—যা পরিচালিত হয় শ্রদ্ধা, ভালবাসা, সম্মান, অঙ্গীকার, সুখ ও মানসিক প্রশান্তির মাধ্যমে।

যার স্লোগান হবে—ধর্ম হল আন্তরিকতা।

যার লক্ষ্য হল—সন্তানদের সঠিক শিক্ষা দেয়া।

যার ভিত্তি হল—কুর'আন, সুন্নাহ এবং সালাফদের নাসিহা।

যার প্রেরণা হল—তাদেরকে বিচার দিবসে আহ্বান করে বলা হবে—

“তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। স্বর্গের খালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে; সেখানে রয়েছে সবকিছু, অন্তর যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে।” (সূরা যুখরুফ : ৭০-৭১)

যার আদর্শ হবে—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর সাহাবাগণ এবং তাঁর অনুসারীগণ।